৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৬ জ্যৈষ্ঠ – ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ ঃ ২১ মে – ২৭ মে, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 30, 21 May - 27 May, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগের নেতৃত্বাধীন কমিটির রিপোর্ট দেখিয়ে দিল নিয়োগ দুর্নীতির আবর্জনায় মাখামাখি স্কুল সার্ভিস কমিশন। ৩৮১ জনকে স্রেফ বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। চাকরি পাওয়া ২২২ জনের নাম কোন তালিকাতেই পাওয়া যায়নি। নষ্ট করা হয়েছে উত্তরপত্র, পাওয়া গিয়েছে জাল সুপারিশ।

রবিবার : রাজনৈতিক ট্রাপিজের খেলায় ডিগবাজিতে দক্ষ খেলোয়াড়

বিমল গুরুং। মমতা ব্যানার্জীর উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী যখন জিটিএ ভোটের কথা ঘোষণা করছেন তখন তাঁর প্রশংসা করেছিলেন বিমল। এখন আবার পাহাড় সমস্যা না মিটিয়ে জিটিএ ভোট স্থগিত রাখতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন তিনি।

সোমবার : প্রথম টমাস কাপ জিতে ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস তৈরি করল

ভারত। একে তুলনা করা হচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম জয়ের সঙ্গে। তাইল্যান্ডের ইমপ্যাক্ট এরিনা স্টেডিয়ামে প্রথমবার নেমে ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়ে টমাস কাপ জেতে ভারত।

মঙ্গলবার : মেট্রোর কাজের জন্য ফাটল ধরা বৌবাজারের দুর্গাপিতুরি

লেনের বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। প্রথমে বাড়ির মালিকের অনুমতি না মেলায় অনেক টালবাহানার পর বাড়ির জিনিসপত্র সরিয়ে শুরু হয় ভাঙার কাজ। কান্নায় ভেঙে পড়েন বাসিন্দারা।

বুধবার : এবার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ফেরালে থানায় এফআইআর করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা বলেন, এফআইআরের কপি পুলিশ পাঠিয়ে দেবে স্বাস্থ্য দফতরে। বাতিল করা হবে লাইসেন্স রোগী ফেরানো হাসপাতালের।

বৃহস্পতিবার : তৃণমূল সরকারের ১১ বছরে যখন চারিদিকে উন্নয়নের

প্রচার চলছে তখন ফের অস্থির হয়ে ওঠা জঙ্গলমহলের নিরাপত্তা নিয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী চিন্তিত তা বোঝা গেল সীমান্ত রক্ষায় উইনার্স বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্তে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে এই বাহিনী।

শুক্রবার : হেরিটেজ ভবন ত্রিপুরা হাউসের জমিতে বহুতল নির্মাণের তদন্তে এবার সিবিআই-এর কোপে পড়তে চলেছেন হেরিটেজ কমিটির প্রধান শুভপ্রসন্ন এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। পাচার, নিয়োগ তদন্তের পাশাপাশি রাজ্যে আরও এক দিগন্ত খুলতে চলেছে সিবিআই।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভূমি সংস্কার দপ্তরের ‘হঠকারী’ সিদ্ধান্ত

দেবাশিস রায়

অফলাইন পুরোপুরি বন্ধ। যা করতে হবে অনলাইনেই। অথচ সরকারি নির্দেশ প্রদানের একমাস পরেও অনলাইন প্রসেসিং আপডেট না হওয়ায় রাজ্যজুড়ে চরম সমস্যা চলছে। রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে রাজ্যবাসীর নাজেহাল অবস্থা। সাধারণ মানুষ তাঁদের জমি-বাড়ির খাজনা সহ সেসের বকেয়া টাকা রাজ্য সরকারকে মেটাতে গিয়েও বিভাগীয় দপ্তর থেকে বারংবার ফিরে আসছেন। ১৪২৯ বঙ্গাব্দ শুরু হতেই অর্থাৎ গত বৈশাখ মাস থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর আগের মতো আর সরাসরি রসিদ কেটে বাসিন্দাদের কাছ থেকে বকেয়া খাজনা সহ সেসের টাকা আদায় করছে না। এবার থেকে এই কাজটি অনলাইনেই সম্পন্ন হবে বলে রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে কড়া নির্দেশ এসেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা নিকটবর্তী সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে (বিএলএলআরও) গিয়ে অফলাইনে অর্থাৎ সরাসরি রসিদে বকেয়া খাজনার টাকা জমা দিতে পারছেন না। এর ফলে ভবিষ্যতে বকেয়া খাজনা সময়মতো পরিশোধ করতে না পারার কারণে অনেকেই ফাইন অর্থাৎ জরিমানার কোপে পড়ারও আশঙ্কায় ভুগছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়শই রাজ্যের কোষাগারে ‘টাকা নেই টাকা নেই’ বলে আমলা থেকে শুরু করে আমজনতাকে শুনিয়ে চলেছেন। একইসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্র মিলিয়ে কেন্দ্রের কাছে শত শত কোটি টাকা রাজ্যের পাওনা রয়েছে বলে প্রতিনিয়ত সুর চড়া করছেন। অথচ লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ যখন তাঁদের জমি—বাড়ির বকেয়া খাজনা সহ সেসের টাকা বিভাগীয় দপ্তরকে মিটিয়ে দেওয়ার

জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন সেই বিপুল পরিমাণ টাকাটাই নিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের কার্যত হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্যই রাজ্য সরকারের কোষাগারে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা পড়ছে না। এই বিপুল পরিমাণ টাকা যদি রাজ্যের কোষাগারে জমা পড়ে তাহলে সরকার সেই টাকা দিয়ে আরও কিছু উন্নয়ন তথা পরিষেবামূলক কাজকর্মও করতে পারবে। কিন্তু, একে তো বিভাগীয় দপ্তরের হঠকারী সিদ্ধান্ত; তার ওপর সংশ্লিষ্ট অনলাইন সিস্টেমটাকে আপডেট করার গাফিলতি, দু'য়ে মিলিয়ে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সরকারের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীকে অভাবনীয় ফলভোগ করতে হচ্ছে।

রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ থেকে জমি—বাড়ির খাজনা সহ সেসের টাকা শুধুমাত্র অনলাইন সিস্টেমে জমা নেওয়া হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেকারণে রাজ্যস্তর থেকে ব্লক পর্যায়ের দপ্তরগুলিতে এই সংক্রান্ত রসিদ বই পর্যন্ত নতুন করে পাঠানোর কাজও বন্ধ রয়েছে। ফলে বিভাগীয় দপ্তরগুলিতে হাতে হাতে টাকা জমা করার সুবিধা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত এলাকাবাসীরা। এদিকে, সরকারি এই নির্দেশের কথা দূর—দূরান্তের অসংখ্য মানুষের অজানা থাকায় তাঁরা বিভাগীয় দপ্তরগুলিতে বকেয়া খাজনার টাকা জমা দিতে এসে ফিরে যাচ্ছেন। যে কারণে বিভাগীয় দপ্তরগুলিতে ভিড় নেই বললেই চলে। পূর্ব বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপ এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা সুবল সরকার তীব্র গরমের মধ্যেই সম্প্রতি কাটোয়া ২ সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার কার্যালয়ে জমি—বাড়ির খাজনা জমা দিতে গিয়ে সরকারি নির্দেশের কথা জানতে পেরে বাড়ি ফিরে যান। তিনি বলেন, পয়সা খরচ করে ট্রেনে চেপে খাজনা দিতে এসেও ফিরে যাচ্ছি। বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে জানা গিয়েছে তাঁরা অনলাইন সিস্টেমের কিছু গন্ডগোলের কারণে বকেয়া খাজনার টাকা সরকারকে জমা দিতে পারছেন না। এনিয়ে তাঁরা পরবর্তীতে জরিমানার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। একজন অনলাইন সার্ভিস সংস্থার কর্ণধার সহ কাটোয়া ২ সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বিভাগীয় (খাজনা) কর্মী জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটটি আপডেট না হওয়ার কারণে অনলাইন সিস্টেমে খাজনার টাকা জমা করা যাচ্ছে না। ১৯ মে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্তও একইরকম অসুবিধা ছিল। কবে, নাগাদ এই সমস্যার নিরসন হবে সে সম্পর্কে বিভাগীয় আধিকারিক পর্যন্ত জানাতে পারেননি। এমতাবস্থায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষের অনেকেই সরকারি এই নির্দেশকে ‘হঠকারী’ সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

দুর্নীতির দুর্বিপাকে বাংলা

ওঙ্কার মিত্র

দুর্যোগের ধাক্কায় যেভাবে ভেঙে পড়ে বিশাল গাছ, ধ্বসে পড়ে সুউচ্চ অট্টালিকা সেভাবেই যেন দুর্নীতির ঝড়ে রাজ্যে ধূলিসাৎ হচ্ছে একের পর এক প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনিক ইতিহাসে পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ-ঘাসালি-স্বজনপোষণের পরম্পরা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর উৎস মুখ সন্ধান গবেষণার বিষয়। কেউ বলে নবাবী আমলে জমিদারী সেরেস্তায় জন্ম নিয়েছিল দুর্নীতির বীজ। আবার কেউ বলে বাংলায় দুর্নীতির প্রচার ও প্রসার ঘটে কোম্পানির আমল থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ পরিচালক ও তাদের দেশি তাঁবেদাররা মিলে বড়ো করে তুলেছিলেন দুর্নীতির চারাগাছ। মোদ্দা কথা ক্ষমতার গর্ভেই জন্ম নেয় দুর্নীতির ভ্রূণ। সেই সূত্র ধরেই স্বাধীনতার পরে ভূখণ্ডের মতো দুর্নীতিও হস্তান্তরিত হয় দেশীয় শাসকদের হাতে। ক্ষমতা আর দুর্নীতি চলতে থাকে সমান্তরাল রেখায়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু দুর্নীতিবাজদের

ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে পেটানোর কথা বললেও শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিবাজরাই চলে এসেছে সামনের সারিতে। কখনও সখনও বলিষ্ঠ জনপ্রতিনিধির দৃঢ়তায় এদের সরিয়ে ফাঁক দিয়ে তাকিয়েছে জনপ্রশাসন। ফের অচিরেই সুশাসন ঢেকে গিয়েছে দুর্নীতির মেঘে।

এসব সয়েই এগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ধরে নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারতের প্রশাসন। একসময়ে রাজীব গান্ধী বলেছিলেন ১০ টাকা বরাদ্দ হলে জনগণের কাছে পৌঁছায় ১ টাকা। জনশ্রুতি আছে রেলে ঘুষ বন্ধ হলে লাইন সোনার হতে পারে।

এরপর পাঁচের পাতায়

তদন্ত আছে সুরাহা নেই

শক্তি ধর

পশ্চিমবঙ্গে এখন তদন্তের ঘনঘটা। সারদা, নারদ, গরু পাচার, কয়লা পাচার, নারী পাচার, নিয়োগ দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, রাজনৈতিক খুন, ছাত্র খুন সহ একাধিক অপরাধের ছানবিন চলছে রাজ্যে। কোনওটা চলছে কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে, কোনওটা আবার রাজ্য তদন্ত সংস্থার হাতে। মাঝে মধ্যে নড়েচড়ে বসে কোনও তদন্ত। ডাক পায় ছোট-বড় মেজ-সেজ নেতা-আমলারা। কেউ ডাকে সাড়া দেয় আবার কেউ যায় হাসপাতালে, কেউ ছোটে আদালতে। এভাবে কেটে গেল দশ দশটা বছর। কিন্তু কিছুই হয় না। কোনও তদন্তেরই সুরাহা হয় না। সারদা সহ রোজভ্যালি, আইকোরের মতো কোনও চিট ফান্ডে যারা টাকা হারাল তারা ভেবেছিল বাংলার লড়াকু নেত্রীর আমলে কিছুটা হয়তো ফেরত পাবে। কিন্তু না, কিছুই হল না। শ্যামল সেন নাকি বেশ কয়েক কোটি টাকা আদায় করে গচ্ছিত রেখেছিলেন ফেরত দেবার জন্য, কিন্তু কমিশন গুটিয়ে গেলেও তা পায়নি হতভাগ্য বঙ্গবাসী।

এখন চলছে নিয়োগ দুর্নীতি পর্ব। আদালত একের পর এক ঐতিহাসিক রায় দিয়ে দুর্নীতির তদন্ত করাচ্ছে কিন্তু যারা নিয়োগের আশায় বছরের পর বছর ধরে যোগ্যতার কাগজ হাতে বসে রয়েছে তাদের কোনো সুরাহা মিলছে না। তদন্ত হচ্ছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, রাজনীতির তরজা বসছে নিয়ম করে কিন্তু চাকরি মিলছে না। কবে মিলবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তদন্ত করে মিটবে তা কেউ জানে না। তদন্ত মিটলেই যে নিয়োগ হবে তাও কোনও পক্ষ বলছে না। এদিকে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বয়স বেড়ে চলে সীমা পেরোবার অপেক্ষায়। যে যোগ্য চাকরি প্রার্থী আদালতে গিয়ে মন্ত্রীর মেয়ের অবৈধ নিয়োগ ধরিয়ে দিল সে কবে চাকরি পাবে কেউ জানে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

বন্ধ সাট্টা-জুয়া-দখলদারী

পুলিশ সুপারের আচমকা পরিদর্শনে তটস্থ থানাগুলি

কুনাল মালিক

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন ধৃতিমান সরকার (আইপিএস)। দায়িত্ব নেবার পরই জেলা জুড়ে বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান শুরু করেছেন। তাঁর এই সাদা পোশাকে আচমকা পরিদর্শন মনে করিয়ে দিচ্ছে ‘গঙ্গাজল’ হিন্দি সিনেমার পুলিশ সুপার অজয় দেবগণ অভিনীত অমিতকুমার চরিত্রটিকে। ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের প্রতিটি থানা এলাকায় সাট্টা-জুয়া, অবৈধ মদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। বাখরাহাট এলাকায় ফুটপাথে বেআইনি দখল করে যারা ব্যবসা করছিল তাদেরও উঠে যাবার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। যানজট এড়াতে যত্রতত্র রাস্তার ওপরে অটো ও অন্য যানবাহন রাখা যাবে না, বলে পুলিশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে। পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার নিজে উপস্থিত থেকে আমতলার যানজট মুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এমনকি হঠাৎ হঠাৎই বিভিন্ন থানায় চলে যাচ্ছেন সিভিল ড্রেসে কাউকে না বলে। পারুলিয়া, রামনগর, ফলতা, বজবজ, নোদাখালী সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন পুলিশ সুপার। কখন কোন থানায় পুলিশ সুপার এসে পৌঁছাবেন সেই চিন্তায় অনেকেই উৎকণ্ঠিত। সম্প্রতি নোদাখালী থানায় এক সন্ধ্যায় এই প্রতিবেদক একটি কাজে উপস্থিত ছিল, হঠাৎ দুজন ব্যক্তি থানায় ঢুকে আইসির সঙ্গে দেখা করতে চান। থানার গেটে ডিউটিরত এক সিভিক পুলিশ ছুটে আসে। এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা উনি কি নতুন পুলিশ সুপার। আমি বলি না। উনি মোবাইল বার করে নতুন এসপির ছবির সঙ্গে ওই দুজন ব্যক্তিকে মেলাচ্ছেন তখন। তারপর ওই সিভিক পুলিশ বলেন, কিছুদিন আগে নতুন পুলিশ সুপার নাকি

আচমকাই পারুলিয়াও রামনগর থানায় গিয়েছিলেন। সূত্রের খবর ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা নিয়ে নবান্নে অনেক অভিযোগ গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ-আধিকারিকদের রঙ না দেখে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বলেন। ডায়মন্ড হারবার জেলার থানাগুলিকে সক্রিয় করতে পুলিশ সুপারের এই উদ্যোগে মানুষ খুশি। সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর নতুন পুলিশ সুপার প্রসঙ্গে বলেন, উনি আগে যেখানে ছিলেন সেখানেও ভালো কাজ করেছেন, আমাদের এখানেও ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন। অবশ্যই ওনাকে সাধুবাদ জানাই। বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, নতুন পুলিশ সুপারের ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী বলেন, পুলিশের এই কঠোর এবং মানবিক উদ্যোগে আমরা অত্যন্ত খুশি। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, নতুন পুলিশ সুপার যে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন তাঁকে সমর্থন করি। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের এই ভূমিকাকে ধন্যবাদ জানাই।

চাই না লক্ষ্মী ভান্ডার চাই স্থায়ী নদী বাঁধ

অমিত মন্ডল : চাই না লক্ষীর ভান্ডার, চাই না কন্যাশ্রী রূপসী। চাই কংক্রিটের স্থায়ী নদী বাঁধ। ক্ষোভ গঙ্গাসাগরবাসীর। সুন্দরবনের বুকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলেই আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় নদী বাঁধ। বারে বারে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। নষ্ট হয় কৃষিজমি। আর সাময়িকভাবে সেই সমস্ত ক্ষতবিক্ষত নদী বাঁধ মেরামতি করা হলেও আবার ভরা কোটাল ভাঙতে থাকে। বারে বারে নদীর নোনাজল চাষের জমিতে ঢুকে পড়ায় নষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা। তবে সুন্দরবনবাসীর একটাই দাবি কংক্রিটের নদী বাঁধ। বারেবারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেও মেলেনি সেই দাবি। বারে বারে নদীর বাঁধ ভাঙা নোনা জলে আর্থিক দিক

থেকে পিছিয়ে পড়ছে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষ। নদী বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের উপরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া এলাকার মহিলারা।

তাদের দাবি আমাদের চাই না লক্ষীর ভান্ডার চাই না কন্যাশ্রী, রূপশ্রী। আমাদের শুধু একটাই দাবি কংক্রিটের নদী বাঁধ। তবে এই নদী বাঁধ এর দাবি যদি আমাদের পূরণ না হয়, তাহলে আগামী পঞ্চায়েত ভোট আমরা বয়কট করব। কবে সেই দাবি পূরণ হবে পথ চেয়ে বসে সুন্দরবনের গঙ্গাসাগরের বাসিন্দারা। যদিও বিষয়টি নিয়ে মুড়িগঙ্গা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রীতিলতা প্রামাণিক বলেন, সাময়িক ভাবে বাঁধটি অস্থায়ী ভাবে মেরামতি করা হলেও খুব শীঘ্রই স্থায়ী বাঁধ তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা ও সাগরের বিডিও সুদীপ্ত মন্ডল বাঁধটি পরিদর্শন করেছেন। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী স্থায়ী বাঁধের জন্য সেচ দপ্তরকে জানিয়েছে।খুব শীঘ্রই স্থায়ী বাঁধের কাজ শুরু হবে।

বিদ্যাধরী নদীর তীরেই ছিল পোতাশ্রয়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হল, বিদ্যাধরী নদী। এই নদীর উৎসস্থল নদিয়া জেলার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত, বরগা বিল। সেখান থেকে উৎপন্ন হয়ে বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনার উপর দিয়ে সুন্দরবনে কালিন্দী ও রায়মঙ্গল নদীর সঙ্গে মিশেছে। নোনা গাঙ নামেও এই নদী পরিচিত। জানালেন বিশিষ্ট নদী গবেষক সুকুমার মিত্র। তিনি এও জানান, বিদ্যাধরীর আর একটি শাখা এক সময় বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়, গড়িয়া, সোনারপুর, ক্যানিং হয়ে মাতলা নদীতে মিশেছে। হুগলি নদী থেকে যমুনা নদী বহমান হওয়ার বহু আগেই বিদ্যাধরীই ছিল হুগলি (গঙ্গা) নদীর নিম্ন অববাহিকার অন্যতম গতিপথ। গড়িয়ার পূর্ব দিকে বিখ্যাত তাড়দহে টালির নালা বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিশেছে। সুকুমার মিত্র বলেন, ‘তাড়দহ একসময় ছিল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা পর্তুগিজদের প্রথম বসতি স্থাপন হয় এই বন্দরকে কেন্দ্র করে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগর এলাকায় একসময়ে প্রবল বহমান এই নদী বর্তমানে ‘গুমার খাল’ বলে পরিচিত। অথচ দু'হাজার বছর আগে গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমি বর্ণিত এই ‘মেগা’ অর্থাৎ বিশাল এই নদী সে তো গুমার খাল ছিল না। ছিল বিদ্যাধরী নদী। একসময়ে এই বিদ্যাধরীকে দ্বিগঙ্গা অর্থাৎ দ্বিতীয় গঙ্গা বলেও সম্বোধন করা

হত। যার থেকে বেড়াচাঁপা অঞ্চলে দেগঙ্গা নামক জায়গার সৃষ্টি হয়। তবে অশোকনগর ও সংলগ্ন বিশাল এতদঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল সম্ভারের যে সন্ধান মিলেছে, তাতে স্পষ্ট হয় যে, এসব এলাকা প্রাগৈতিহাসিক যুগে বঙ্গোপসাগরে দখলে ছিল। ভূ-তত্ত্ববিদদের মতে, রাজমহল পাহাড়ের কাছে ছিল গঙ্গার মোহনা। ক্রমশ নদী ব-দ্বীপ গঠনের কাজ সম্পন্ন করতে করতে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ গঠন করেছে। তাই এইসব এলাকায় পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ হওয়া কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। উত্তর চব্বিশ পরগনার বেড়াচাপা, চন্দ্রকেতুগড়, হাদিপুর, হাড়োয়া, মিনাখাঁ প্রভৃতি নানা স্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন কালের প্রত্নবস্তুগুলো বিস্তৃত অতীতের রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করে। ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই নদী দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলতো। বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতু গড়েই ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গঙ্গারিডি বন্দর। অধ্যাপক কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় এখানে হরপ্পা সমসাময়িক সভ্যতার কথা বিশ্বাস করেন। পুরাতাত্ত্বিক কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী চার হাজার বছর পূর্বের ক্রিট দ্বীপের পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে চন্দ্রকেতুগড়ের সভ্যতা প্রাক হরপ্পা যুগের। তবে নদীর নাব্যতা হ্রাস, বন্যা বা গতিপথ পরিবর্তন অথবা জলোচ্ছ্বাস বা ভূ আলোড়নের ফলে ওই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। এম এ জব্বারের অনুমান বিদ্যাধরী নদী তীরেই আন্তর্জাতিক পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছিল।

অনুমান করা যায় একসময় বিদ্যাধরী নদী ছিল, ভাগীরথীর শাখা। পরবর্তীকালে বিদ্যাধরী মজতে শুরু করলে ও জমির ঢাল পরিবর্তন হওয়ায় নতুন প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রবাহটি আজ যমুনা নদীনামে পরিচিত। সেই সময় থেকেই বিদ্যাধরী তার বিশালতা হারাতে হারাতে বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তন হয়।'

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 30, 21 May - 27 May, 2022

বুলপক্ষে সামান্য ঝুঁকে বাজার

পার্থসারথি গুহ

এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল-বাজারে এমন সব নানা ঘটনা-প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১৮ হাজার পেরোবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৪-৫ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ১৭,৬০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ১৫ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে সাড়ে ১২-১৩ হাজারে চলে আসাটাও অসম্ভব নয়।

আসলে এই বাজারের গতিবিধি

অর্থনীতি

ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে

যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ মে – ২৭ মে ২০২২

মেষ রাশি : মেষ রাশি : অকারণে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাবে। ভোগের স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। দাম্পত্য অশান্তি এবং বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বদলি এবং চাকরিতে অর্থাগম হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে শুভ ফল লাভ।

প্রতিকার : হনুমানকে লাল ফুল দিয়ে পুজো করুন।

বৃষ রাশি : চাকরিতে উন্নতিতে বাধা কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে তুলনামূলক শুভ ফল লাভ। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। এমনকি দুরারোগ্য ব্যধিতে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বৃদ্ধি। আরে ক্ষেত্র খুবই শুভ ফল লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং রাহবে নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : কোনও কারণে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পেলেও তা কাটিয়ে উঠবে। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ এবং ব্যবসার প্রসারতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ। চাকরিতে পদোন্নতিতে বাধা কাটিয়ে উঠবেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪২ বার 'ওং নম শিবায়' জপ করুন।

কর্কট রাশি : কোনও বিষয় নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে মতবিরোধ। সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ভ্রাতৃ বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন। সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করুন। লেখকদের ক্ষেত্রে সাহিত্য ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ।

প্রতিকার : ২১ বার 'ওং কেতবে নম' জপ করুন।

সিংহ রাশি : ভ্রাতার সহিত সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। পদ মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে সাফল্য। বেকারদের কর্মের সুযোগ। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন সূর্যদেবের জন্য আদিত্য হৃদয়ম জপ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনদের সহিত সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক প্রতারণা থেকে সাবধান থাকুন। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। সাবধানে রাস্তা পারাপার হোন। আয়ভাব শুভ। অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওং বুধায় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : সব বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। স্বজনের সহিত সম্পর্কের উন্নতি। অর্থ আয়ের সহিত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের সহিত মতানৈক্য। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। কিন্তু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিনিয়োগে ঝুঁকি। দাম্পত্য মনোমালিণ্য বৃদ্ধি। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩ ার 'ওং ভার্গবায় নম' পাঠ।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পানীয় পানের স্পৃহা বৃদ্ধি। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চাকরিতে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। দাম্পত্য সুখ থেকে বঞ্চিত। ফাটকা অথ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন।

ধনু রাশি : স্বজনদের সহিত মতানৈক্য বৃদ্ধি। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মধুর সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। সতর্কতার সাথে পথ চলা প্রয়োজন। আয়ভাবে বাধা। অর্থ উপার্জন করলেও অর্থ হাতে পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার তুলসীর পাতা জলে অর্পণ করুন।

মকর রাশি : স্বজনদের থেকে পীড়া পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বা কলহের সূত্রপাত হতে পারে। সন্তান থেকে সুখ পাবেন। চাকরিতে শুভ এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ। আয়ভাব শুভ। সুগার, প্রেশার, নার্ভের সমস্যা প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার গরিবদের দই ভাত খাওয়ান।

কুম্ভ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি বৃদ্ধি। ভ্রাতৃ বিরোধী মনোভাব হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হলেও সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে তুলনামূলক শুভ ফল লাভ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। আয় ভাব শুভ। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার শনি দেবের মন্দিরে তেলের প্রদীপ জ্বালান।

মীন রাশি : হঠাৎ রেগে গিয়ে স্বজনদের প্রতি দুব্যবহার ত্যাগ করুন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। ঋণ দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। চাকরি ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করুন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। পদমর্যাদা বৃদ্ধি। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কোনো গরিব ব্যক্তিকে হলুদ রঙের বস্ত্র দান করুন।

উত্তরের আঙিনায়

ব্রাউন সুগার সহ ২জন আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি থেকে ব্রাউন সুগার এবং কন্ট্রাব্যান্ড সহ দুজনকে আটক করল সিকিম পুলিশ। এই দুজনের নাম অজিত বাচোয়ান এবং মনু সিংহল। এরা দুজনে সিকিমের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে শিলিগুড়ির প্রধাননগরে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত। গতকাল গভীর রাতে বাস থেকে নামার সময় আটক করে সিকিম পুলিশ। আটক দুজনের কাছ থেকে বেশ কিছু নগদ টাকাও পাওয়া

গেছে। আটক দুজনকে জেরা করে জানা গেছে তারা বেশ কয়েক বছর ধরেই এই কাজ করে আসছিল। তাদের বেশ কয়েকটি গাড়িও শিলিগুড়ি থেকে সিকিম ঘোরাফেরা করে বলে জানতে পেরেছে সিকিম পুলিশ। আটক দুজনকে জেরা করে জানতে চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের সাথে আরো কেউ জড়িত আছে কি না? পুলিশের অনুমান ধৃত দুই ব্যক্তি আরো কোনও অপরাধমুলক কাজের সাথে জড়িত আছে। পুলিশ আরো জানিয়েছে ওই দুই ব্যক্তি আগে দিল্লিতে কোনও এলাকায় ব্যবসা করত। লকডাউনের সময় তারা শিলিগুড়িতে এসে থাকতে আরম্ভ করে।

শুনসান শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধুঁকছে শিলিগুড়ি। শুনসান শিলিগুড়িকে দেখে আগের শিলিগুড়িকে চেনাই দায়। প্রথমে করোনার কোপ এবং পরে লকডাউনের কবলে পড়ে একেবারেই জঘন্যতম পরিস্থিতি শিলিগুড়ির। উত্তরবঙ্গের রাজধানী শিলিগুড়িতে এখন অবস্থা অনেকটা শুনশান শহরের মতন। ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে লাটে উঠেছে। বিধান মার্কেট খাঁ খাঁ করছে হংকং মার্কেটে ভিড় নেই, শিলিগুড়ির প্রধান রাস্তা, হিলকার্ড রোড,সেবক রোড এবং বিধান মার্কেট জনশূন্য।

আগে পর্যটকেরা পাহাড়ে যাবার আগে শিলিগুড়িতে দুদিন থেকে যেতেন এখন এনজেপি ষ্টেশন নেমে তারা সোজাসুজি পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দিচ্ছেন। সব দিক থেকেই মার খাচ্ছে শিলিগুড়ি। একসময় যাকে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় কলকাতা বলা হত এখন সেটা একেবারে অবাক করার মতন শোনায়। মার্কেট শুনশান জিনিসের দামের বাড়বাড়ন্ত দেখে সাধারণ মানুষ একেবারে কুঁকড়ে চুপসে গেছেন। কবে হাল ফিরবে বাজার-এর জানেন না কেউই। কারণ,পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছে, ফিরে পাওয়া কঠিন আগের শিলিগুড়িকে। যদিও সময় হয়তো ঠিক প্রলেপ দিয়ে উত্তর-পূর্বর গেটওয়েকে ছন্দে ফেরাবে এই আশা হয়তো খুব অমূলক নয়।

প্রকট গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ হিমঘর স্থায়ী শ্রমিক ফেডারেশনের উত্তরবঙ্গ ইউনিটের সম্মেলনে দলের গোষ্ঠী কোন্দল ফের প্রকাশ্যে এল । সংগঠনের জেলা সভাপতি রাজেশ লাকড়া রবিবার দলের ওবিসি সেলের সভাপতি কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন । রাজেশ লাকড়া বলেন, কৃষ্ণ দাসের পায়ের

তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে তাই সংগঠন ও দল বিরোধী মন্তব্য করছেন তিনি। দলের উর্ধ্বে কেউ নন। সংগঠনের মধ্যে থেকে যদি কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার কাজ করতে চান তাহলে দল তা বরদাস্ত করবে না। এদিনের বৈঠকে সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের হিমঘরগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য এক গুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার দাবিও তুলেছেন নেতৃত্বরা ।

চা বাগানে সখী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চা বাগানে সখী মেলা । মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে অনুষ্ঠিত হল একদিনের সখী মেলা । এদিনের এই মেলার উদ্বোধন করেন জেলা শাসক মৌমিতা গোধরা বসু ।

মৌমিতা গোধরা বসু বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে

যেতে এবং প্রকল্প গুলোর সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করতেই এই ধরণের অনুষ্ঠান জেলার সব প্রান্তেই করা হচ্ছে । এই একদিনের সখী মেলায় উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের বিভিন্ন স্টল গুলো যেমন রয়েছে তার সঙ্গেই বিভিন্ন খেলার মধ্যে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষ এই প্রকল্প গুলির সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা নিতে পারবেন।

লরি উলটে গোলযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুলবাড়ি এলাকায় ডিম বোঝাই দশ চাকার লরি উল্টে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । ঘটনায় আহত হয়েছেন লরির চালক। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে গাড়ির চালককে উদ্ধার করে ।

নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালায় । জানা গিয়েছে লরিটি ডিম নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল । সে সময় ফুলবাড়ি বাইপাসে অপর দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। ফলে গাড়িটিতে থাকা প্রচুর ডিম নষ্ট হয়ে গিয়েছে । রাস্তায় ডিম পড়ে থাকতে দেখে সাধারণ মানুষ চলে আসেন ডিম কুড়িয়ে নিতে, বাদ যান নি স্থানীয় মুদির দোকানের মালিকেরাও। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুলবাড়ি এলাকায় ডিম বোঝাই দশ চাকার লরি উল্টে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । ঘটনায় আহত হয়েছেন লরির চালক। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে গাড়ির চালককে উদ্ধার করে ।

নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালায় । জানা গিয়েছে লরিটি ডিম নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল । সে সময় ফুলবাড়ি বাইপাসে অপর দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। ফলে গাড়িটিতে থাকা প্রচুর ডিম নষ্ট হয়ে গিয়েছে । রাস্তায় ডিম পড়ে থাকতে দেখে সাধারণ মানুষ চলে আসেন ডিম কুড়িয়ে নিতে, বাদ যান নি স্থানীয় মুদির দোকানের মালিকেরাও।

বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৫তম জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হল স্থানীয় ইস্কুল প্রাঙ্গনে, এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং স্থানীয় কাউন্সিলারবৃন্দ। শিলিগুড়ির মর্যাদাপূর্ন এই ইস্কুলের জন্মদিবস পালন করা হল এক আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এই ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রীরা নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশন করলেন এবং আবৃত্তি পাঠ করলেন। এদিন মেয়র গৌতম দেব, কাউন্সিলার অভয়া বসু সহ উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মানিক দে এবং সিক্তা বসু রায়। এদিন মেয়র গৌতম দেব

জানান, উত্তরবঙ্গের অন্যতম গর্বিত ইস্কুল শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুল, অনেক কৃতি ছাত্রী এই স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে বাংলার মধ্যে এক থেকে দশম স্থানে নিজেদের রাখতে সফল হয়েছে এই স্কুলের ছাত্রীরা। তাই আজকের এই দিনে আমার পক্ষ থেকে এই স্কুলের ছাত্রী, দিদিমনি এবং অভিভাবকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা। আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে এই স্কুলের সুনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ুক।

অনলাইনে শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে অত্যাধুনিক নাগরিক পরিষেবা দিতে জন্ম ও মৃত্যু -র অনলাইন পদ্ধতিতে নিবন্ধীকরণ

-এর সূচনা করলেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান ,মানুষের জন্যই এই পরিষেবা শুরু করলাম। অনেক অনেক দূর থেকে মানুষ আসেন শিলিগুড়ি পুরসভাতে জন্ম এবং মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ করতে। সব সময় যে একদিনেই যে কাজ হয় তা নয়, সেজন্যই এই অনলাইন পরিষেবার সূচনা করা হল। এদিন মেয়রের সাথে ছিলেন এমআইসি মানিক দে এবং অন্যান্য নেতৃত্ব। মেয়র আরো জানালেন, জন্মের কাগজপত্র জমা দেবার সাথে সাথেই তা নিবন্ধীকরণ করে নেওয়া হবে, এবং নির্দিষ্ট দিনেই সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন আবেদনকারী। গৌতম দেব এদিন আরো জানান, অনলাইনে আবেদন এখন ঘরে বসেও করা যাবে। যদি আবেদনকারীর কাগজপত্র বৈধ থাকে।

মাছের দামে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে দাম বাড়ছে মাছের চিন্তায় খাদ্যরসিকেরা। শিলিগুড়িতে ছোট বড় সব ধরনের মাছের দাম বেড়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়ে গেছেন খাদ্যরসিক

মানুষেরা। শিলিগুড়ির সবকটি বাজারেই বাড়ছে মাছের দাম, ছোট মাছ তিরিশ টাকা, এবং বড় মাছের দাম বেড়েছে পঞ্চাশ থেকে আশি টাকা। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, হায়দারপাড়া এবং সুভাষপল্লী সব জায়গাতেই আগুন দাম মাছের। কিনতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন খদ্দেরেরা। মাছ ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন বিহার এবং অন্ধ্র থেকে আসা মাছের দাম বাড়বার কারণই হল যাতায়াতের খরচ। এত দাম বেড়েছে জিনিসের যে সাধারণ মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। শিলিগুড়ি থেকে মাছ রপ্তানি হয় পাহাড় এবং অন্যান্য জায়গাতে। সেখানেও আরো দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে মাছ, যার প্রভাবগুলি পড়ছ হোটেলগুলির উপরে। যে সব বাঙালি হোটেল মাছ ছাড়া একেবারেই চলতে পারে না সমস্যা তাদেরই বেড়েছে বেশি। গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে মাছের আগুন দাম হওয়ায় তার প্রভাব পড়েছে বাঙালির পাতে। আগামীদিনে মাছের দাম আরো বাড়বে বলে মনে করছেন মাছ ব্যবসায়ীরা।

হাসপাতালে চুরি, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে দুটি পাম্প মেশিন, একটি রড কাটার মেশিন রাতের অন্ধকারে চুরি হয়। চুরির অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নেমে ফাঁসিদেওয়া থানা পুলিশ ২ যুবককে গ্রেফতার করল। ধৃতদের কাছে একটি পাম্প মেশিন উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতরা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর চুরির ঘটনা স্বীকার করেছে। ধৃতদের নাম সুরেশ রাউত(৩৩), দীপঙ্কর রায় (২২)। ধৃতরা ফাঁসিদেওয়া এলাকার বাসিন্দা ।

তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনায় আরও কারা জড়িত রয়েছে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন অপরাধমুলক কার্যকলাপের অভিযোগ আছে। ধৃতেরা এর আগেও এই হাসপাতালে চুরি করতে এসেছিল বলে অভিযোগ ওই হাসপাতালের ডাক্তার, ষ্টাফ এবং নার্সদের। আজ সকালে ধৃতরা পাশের একটি চায়ের দোকানে বসে চুরির পরিকল্পনা করছিল। ওই চায়ের দোকানের মালিকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়ে দেন।

শব্দবার্তা ২০০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অসহায়, উপায়হীন ৪। সুস্থ ৫। ছায়ার পুত্র অর্থাৎ শনিদেব ৭। হিসাব ৯। '— হয়েছে আলা' ১০। আকাশে উড়ন্ত ধূলিরাশি ১১। খদ্দর ১২। গোঁয়ার, রুক্ষপ্রকৃতি

উপর-নীচ

১। শরীর, দেহ ২। তালবাদ্য বিশেষ ৩। ঘড়ি জানান দেয় ৪। পদবজ ৬। নবাবের কন্যা ৮। পরিপাটি ১০। শিব ১১। টক স্বাদ

সমাধান : ১৯৯

পাশাপাশি : ২। অবমূল্যায়ণ ৪। ললাম ৬। তকদির ৮। বিপদে ৯। গলদ ১১। অনায়াস ১৩। প্রাসাদ ১৪। গণজাগরণ।

উপর-নীচ : ১। জলছবি ২। আমল দেওয়া ৩। মূর্ছিত ৪। নজির ৭। কণ্ঠগত প্রাণ ১১। অনুগ ১২। সজাগ

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

রাখে হরি মারে কে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলে ডুবে যাওয়া মৃতপ্রায় একরত্তি শিশু কে সুস্থ করে তুললেন চিকিৎসকরা।এমন ঘটনায় শিশুর পরিবার পরিজন সহ এলাকার স্থানীয়রাই চিকিৎসকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যদিও চিকিৎসকরা জানিয়ে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

ঘটনাস্থল বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেতবেড়িয়া সংলগ্ন হারদহ গ্রাম।বাড়িতেই রান্না ঘরের মধ্যে চা তৈরি করছিলেন নূরবানু লস্কর। সেই সময় তাঁর পিঠে উঠে খেলা করছিল বছর দুই বয়সের নাতি সানি লস্কর। খেলতে খেলতে আচমকা ওই শিশু সকলের অলক্ষ্যে বাড়ির বাইরে চলে যায়। বাড়ি পাশেই একটি পুকুরে পড়ে যায়। হাবুডুবু খেতে খেতে এক সময় অচৈতন্য হয়ে পুকুরে মাঝে ভাসতে থাকে ওই শিশু। এদিকে ওই শিশুর দাদি(ঠাকুরমা) চা তৈরি করে চায়ে চুমুক দিতে যাওয়ার মুহূর্তের তাঁর নাতির কথা মনে পড়ে। এরপর খোঁজ শুরু হয়। কোথাও না পেয়ে পরিবার লোকজন এপাড়া ওপাড়া খোঁজ খবর শুরু করে।

ইতিমধ্যে ওই শিশুর ঠাকুমা বাড়ির অদূরে পুকুরের মাঝে নাতি কে ভাসতে দেখেন। কোনও কিছু না ভেবে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাঁতার দিয়ে পুকুরের মাঝখান থেকে নাতি কে উদ্ধার করে ডাঙায় তোলেন। দৌড়ে আসেন পরিবারের অন্যান্যরা। সেই মুহূর্তে শিশুটি কোনও প্রকার নড়াচড়া না করায় কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। তড়িঘড়ি ওই শিশুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঘুঁটিয়ারি শরিফ গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বেশকিছুক্ষণ চিকিৎসার পর শিশুটির শারীরিক অবস্থার কোনও রকম পরিবর্তন না হওয়ায় বিপদ হতে পারে বুঝে দ্রুত ওই শিশুকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসার জন্য অচৈতন্য শিশু কে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয়। সেখানেই শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আলমগীর হোসেন অচৈতন্য শিশুর চিকিৎসা শুরু করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর শিশুর পেট থেকে সিংহভাগ জল বের হয়ে করতে সক্ষম হন চিকিৎসকরা। পরে অতি ধীরগতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে জলে ডোবা ওই একরত্তি শিশু। এরপর দ্রুততার সাথে তাকে অক্সিজেন দিয়ে কয়েক ঘন্টায় প্রায় স্বাভাবিক করে তোলেন। পরিবারের লোকজনের ম্লান মুখে তখন হাসি ফোটে। সুস্থ হয়ে ওঠে জলে ডোবা একরত্তি শিশু। বুধবার তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেন চিকিৎসকরা।

শিশুর বাবা নূর উদ্দিন লস্কর জানিয়েছেন, মৃতপায় শিশুর প্রাণ ফিরে পেয়ে ডাক্তার বাবুদের যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো তা আমার জানা নেই। তিনি ভগবান তুল্য।'

শিশুর মা সাকেরা লস্কর জানিয়েছেন সেই মুহূর্তে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভগবান তুল্য শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আলমগীর হোসেন না থাকলে বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যেতো। চিকিৎসকদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'

অন্যদিকে নাতিকে কাছে পেয়ে নূরবানু লস্কর জানিয়েছেন, আল্লার কৃপায় চিকিৎসকদের সাহায্যে নাতি কে ফিরে পেয়েছি। তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

জখম অশ্বারোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গুরুতর জখম হলে এক অশ্বারোহী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকায়। আহত অশ্বারোহী ফারুক মন্ডল কে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তিলপি গ্রামবাসীদের তরফে এদিন এক ঘোড় দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল। ২১ তম বর্ষে এই ঘোড় দৌড়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৩ টি ঘোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। দর্শক সংখ্যাও প্রচুর ছিল। এদিন চার বার ঘোড় দৌড় হয়। জটিলতা তৈরি হয় তৃতীয় বার দৌড়ের সময়। সেই সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে আচমকা পড়ে যায় এক অশ্বারোহী ফারুক। গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় মানুষজন ও ঘোড় দৌড় আয়োজকরা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন আহত ওই অশ্বারোহী।

গৃহবধূকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূকে বেধড়ক মারধর করে গলায় ফাঁস দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠলো শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম অর্চনা হালদার(২২)। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে কুলতলি থানার অন্তর্গত ১ নম্বর মেরীগঞ্জ পঞ্চায়েতের কচিয়ামারা এলাকার কয়ালের চক গ্রামে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি মৃত গৃহবধূর স্বামী ও শাশুড়ি কে আটক করেছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোলা দোলতলা গ্রামের বাসিন্দা রবীন বৈদ্য। তাঁর চার মেয়ে ও এক ছেলে। বিগত প্রায় সাত বছর আগে দেখাশোনা করে তিনি তাঁর মেজো মেয়ে অর্চনা কে বিয়ে দিয়েছিলেন কুলতলি থানার অন্তর্গত ১ নম্বর মেরীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কচিয়ামারা এলাকার কয়ালের চক গ্রামের পলাশ হালদারের সাথে। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই অতিরিক্ত টাকাপয়সার দাবি করে ওই গৃহবধূর ওপর শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচার চালাতো শ্বশুর বাড়ির লোকজন। মেয়ের ওপর যাতে করে কোনও অত্যাচার না হয় তার জন্য ওই গৃহবধুর বাপের বাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত টাকা পয়সা পাঠানো হতো। গত কয়েকদিন আগেও শ্বশুর বাড়ির লোকজন ওই গৃহবধূকে বেধড়ক মারধর করে। ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ বৃহস্পতিবার ভোর তিনটের সময় বেধড়ক মারধর করে খুন করে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় শ্বশুর বাড়ির লোকজন। এরপর পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ঘটনা ধামাচাপা দিতে ওই গৃহবধূ কে বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চলে আসে। সেখানে গৃহবধূর শাশুড়ি লক্ষ্মী হালদার ও স্বামী পলাশ হালদার কে বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে চলে আসে ক্যানিং থানার পুলিশ। ওই গৃহবধূর স্বামী ও শাশুড়ি কে আটক করে। পাশাপাশি মৃত গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

সেতুতে আঁকা প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন সরকারি দফতর সহ, ষ্টেশন, বাজার-হাট এবং জনবহুল এলাকায় সরকারী প্রকল্পের বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে। এমনকি বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সরকারী প্রকল্পের বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। বিগত দিনে রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্প সবুজসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী সহ অন্যান্য একগুচ্ছ প্রকল্পে সাধারণ মানুষ উপকৃত এবং ব্যাপক ভাবে সাড়া ফেলেছে। এবার সাধারণ মানুষের নজরে আরো বেশি করে আনার জন্য এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি কবে থেকে আবার প্রকল্পগুলোতে নাম নথিভুক্ত করা যাবে তার বিস্তারিত থাকছে। খোদ সেতুর উপর রাজপথে ছবি এঁকে সেই সমস্ত প্রকল্পগুলো জনমানসে তুলে ধরার প্রয়াস শুরু করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লক প্রশাসন।

নির্দেশ অমান্য করলে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারংবার বলা সত্ত্বেও লঙ্ঘন করা হচ্ছে একবার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা। এমন চলতে থাকলে এবং থার্মোকলের থালা, বাটি, গ্লাস ও প্লাস্টিকের চায়ের কাপের ব্যবহার আগের মতো চলতে থাকলে ৫০ থেকে ৫০০ টাকা জরিমানা করার মতো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মহেশতলা পুরসভার পুরপ্রধান দুলালচন্দ্র দাস। গত ১২ মে পুর এলাকায় এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে মহেশতলা পুর এলাকার পরিবেশকে দূষণমুক্ত সুন্দর, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক রাখতে গতবছরের ১০ মে থেকে পুর এলাকার বিভিন্ন বাজার, দোকান ও জনবহুল স্থান গুলিতে রাজ্যের

পরিবেশ দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী ৭৫ মাইক্রনের কম এবং উৎপাদক কোম্পানির ছাপ বিহীন প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার অভিযান শুরু হয়েছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এবার চলতি বছরের ১১ মে থেকে পুর এলাকায় ৭৫ মাইক্রনের কম এবং উৎপাদক কোম্পানির ছাপ বিহীন প্লাস্টিক ব্যাগ ও থার্মোকলের থালা, বাটি, গ্লাস এবং প্লাস্টিকের চায়ের কাপের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। চলতি বছরের ১১ মে থেকে পুর এলাকার সমস্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছে ৭৫ মাইক্রনের কম এবং উৎপাদক কোম্পানির ছাপ বিহীন প্লাস্টিক ব্যাগ ও থার্মোকলের বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যবহার করতে দেখা গেলে পুর কর্তৃপক্ষ ৫০ থেকে ৫০০ টাকা জরিমানা করতে বাধ্য থাকবে। ১১ মে থেকে পুরসভাকে প্লাস্টিক ব্যাগ ও থার্মোকলের দূষণ থেকে বাঁচাতে ও মহেশতলা পুর এলাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে মহেশতলা পুরবাসী সকলের সচেতনতামূলক অংশগ্রহণ এই কর্মসূচিকে বাস্তব রূপায়ণে সহযোগিতা করবে। প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাগজ ও কাপড়ের ব্যাগের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহেশতলা পুর এলাকারকে প্লাস্টিকবর্জিত শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণে ৩৫ টি ওয়ার্ডের প্রতিটি পরিবারকে আগেই দু'টি করে মোটা শক্ত কাপড়ের ব্যাগ সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সাংসদ নিখোঁজ, সন্ধান চাই পোস্টারে উত্তপ্ত হাড়োয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ নুসরত জাহান নিখোঁজ। এই মর্মে বসিরহাট অন্তর্গত হাড়োয়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। সেখানে দেখা গিয়েছে কোনও পোস্টারে লেখা 'বসিরহাটের এমপি নুসরত জাহান নিখোঁজ, সন্ধান চাই।' নীচে লেখা 'প্রচারে তৃণমূল।' আবার কোনওটার নীচে লেখা 'প্রতারিত জনগণ'। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা

বিভিন্ন দেওয়ালে এমন পোস্টার লাগিয়েছে। তবে এমন পোস্টারে স্থানীয় গ্রামবাসীদের একাংশের নৈতিক সমর্থন আছে বলেও জানা গিয়েছে। কারণ লোকসভা নির্বাচনের পর সাংসদকে আর এলাকার মানুষ তাদের কাছে পাননি। একারণে স্থানীয় জনমানসে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এহেন পোস্টার সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন স্থানীয় কাঁপাতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হুমায়ুন রেজা চৌধুরী। এমনকি এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের একাংশও ক্ষুব্ধ বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। আর এই ক্ষোভকে হাতিয়ার করে বিরোধীরাও মাঠে নেমেছে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফায়দা তুলতে। স্থানীয় প্রতিক্রিয়া এমনটাই।

জেলে বসেই বিধায়ককে হত্যার পরিকল্পনা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : জেলে বসেই বিধায়ককে হত্যার পরিকল্পনা! আর তা ফাঁস হতেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ রাম দাস। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় মাতলা দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি কমল মল্লিক কে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করা হয় বেশ কয়েক মাস আগে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই জেল খেটেছে তিন যুবক। তৃণমূলের এই পঞ্চায়েত সদস্য কে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে। এই হত্যার পেছনে দুর্ঘটনা না খুন তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। তারপরেই যুবকরা বেশ কয়েকমাস যাবৎ জেলে ছিলো। আর সেই জেলে বসেই বিধায়ককে এবার হত্যার পরিকল্পনা করেছে এমন অভিযোগ করলেন স্বয়ং বিধায়ক নিজেই। কারণ কমল মল্লিককে গাড়িচাপা দিয়ে পালানোর সময় বিধায়কের লোকজনই ওই যুবকদের কে ধরে ফেলে। আর তাই আক্রোশ গিয়ে পড়ে বিধায়কের উপর। এখন সেই সমস্ত যুবকরা আপাতত জামিন পেয়ে জেলের বাইরে আছেন। এদের সকলের বাড়ি ক্যানিংয়ে হলেও তারা কেউ ক্যানিং এলাকায় নেই। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওড়িশাতে আছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। আর সেখান থেকেই এই ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করছে।

গাড়ি দুর্ঘটনা পর যখন তারা জেলে ছিল তখন সেখানেই অন্য কয়েকজন দাগি অপরাধীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। যার মধ্যে একজন ক্যানিংয়ের আসামি ছিল। সে বর্তমানে ছাড়া পেয়ে বিষয়টি এসে জানায় ক্যানিংয়ের বিধায়ক পরেশ রাম দাসকে।

এ বিষয়ে বিধায়ক বলেন, বিষয়টি জানার পর আমি বারুইপুর জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন আধিকারিক কে জানিয়েছি। ক্যানিং থানাতে ও এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। যে সমস্ত দুষ্কৃতীরা আমাদের মাতলা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি কমল মল্লিককে গাড়িচাপা দিয়ে খুন করেছিল তারা এবার আমাকে খুন করার পরিকল্পনা করছে জেলে বসেই। সঙ্গে আরো কয়েকজন তাকে অপরাধীকে টাকা পয়সা দিয়ে যুক্ত করার চেষ্টা করছে।

ঘটনাটি জানার পর তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ওই সমস্ত যুবকদের খোঁজ করা হচ্ছে। যে যুবকের সাথে জেলে বসেই দুর্ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা করছিল তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

উন্নয়নের পথে ১১ বছর কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৫ মে থেকে একমাস ব্যাপী উন্নয়নের পথে ১১ বছর কর্মসূচির সূচনা হয়। এদিন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান সঙ্ঘটিত হয় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সহপ্রতিটি জেলায়।

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতের রবীন্দ্রভবনে জেলা শাসক সুমিত গুপ্তার তত্ত্বাবধানে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানটি হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাধিপতি বীণা মণ্ডল, কর্মাধ্যক্ষ রহিমা মণ্ডল, একেএম ফারহান্ড ও এডিএম (টি)। এই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভারপ্রাপ্ত বহু মহিলা। এরপর বেলা আড়াইটে নাগাদ জেলা শাসক ভবনের নীচে উন্নয়নের পথে ১১ বছর শীর্ষক এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জেলা সভাধিপতি সুমিত গুপ্তা ও জেলা সভাধিপতি বীণা মণ্ডল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একজন আইএএস আধিকারিক হওয়া সত্ত্বেও জেলা শাসক রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ১১ বছর সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে যে ইতিবাচক বক্তব্য রাখেন তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য, বলে মনে করছেন উপস্থিত প্রায় সকলেই।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পেট্রোপণ্য, সার, ওষুধ ইত্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার স্বরূপনগরের চারঘাট, বনগাঁর বাগদা সহ বিভিন্ন জায়গায় সোমবার প্রতিবাদ মিছিল হয়। বাগদায় পূর্ব ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পরিতোষ সাহা, জেলা নেতৃত্ব রতন ঘোষ, ব্লক যুব নেতা কিংকর মণ্ডল সহ সাধন বাগচী,

কৃষ্ণপদ দাস, শুক্লা মণ্ডল প্রমুখের নেতৃত্বে এই মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে চারঘাটে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অলোক মণ্ডল, অঞ্চল সভাপতি সমীর সাহা, রবিউল ইসলাম মণ্ডল প্রমুখের উদ্যোগে সঙ্ঘটিত এই মিছিলটির সামগ্রিক নেতৃত্ব দেন কনক চন্দ্র মণ্ডল। মিছিলকারীরা গ্যাস সিলিন্ডার বাঁশে বেঁধে মোটর সাইকেলভ্যানে তুলে, গরুর গাড়ি চালিয়ে এবং গোবরের মশকল কাঁধে নিয়ে শ্লোগান মুখরিত এক অভিনব পন্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান।

কৃষক রত্ন স্বীকৃতি পেলেন গ্রামীণ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিনিয়ত তাঁরা আমাদের খাদ্যের জোগান দিতে ব্যস্ত থাকেন। তাঁরা ফসল উৎপাদন না করলেই অনাহারে মরতে হতে পারে। যাঁরা প্রতিনিয়ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের খাদ্য জোগানের কাজ জন্য ক্ষেতখামারে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন তাঁরা হলেন গ্রাম-গঞ্জের কৃষক। কৃষক কথাটা যেন অসম্মানের। যেন অপরাধ! সমাজে কোনও ভাবেই সম্মান পান না কৃষক শ্রেণী মানুষজন। কৃষকরা যাতে করে তাঁদের কাজের অবদানের স্বীকৃতি পেতে পারেন তার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছিলেন 'কৃষক রত্ন' পুরস্কার। বিগত দুবছর করোনা তান্ডবে এই পুরস্কার দেওয়া বন্ধ ছিল। কৃষিকাজের অনন্য দৃষ্টান্ত নজিরের জন্য মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে রাজ্যের ৩৪২ টি ব্লকের ৩৪২ জন চাষির হাতে কৃষকরত্ন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ক্যানিং

১ ব্লকে কৃষক রত্ন সম্মান পেলেন নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়রামখালির কৃষক রঞ্জিত নস্কর। এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদিন ক্যানিং ১ বিডিও অফিসে কৃষক রঞ্জিত নস্করের হাতে কৃষক রত্ন পুরস্কার হিসাবে একটি মানপত্র এবং ১০ হাজার টাকার একটি চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা মিস্ত্রী, জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা, ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক আজহার জিয়া,ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস,ক্যানিং ১ ব্লক সহকারী কৃষি আধিকারিক শঙ্করদেব গায়েন সহ অন্যান্যরা।

এদিন কৃষক রত্ন সম্মান পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েন কৃষক রঞ্জিত নস্কর। তিনি বলেন, আগামী দিনে যাতে করে আরো উন্নতভাবে ফসল ফলাতে পারি তার জন্য আরো কঠোর পরিশ্রম করবো।'

কেউটের ছোবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রায় এক মাসের বেশি সময় বাড়িতে মাটির তৈরি উনুনের মধ্যে বাসা বেঁধে আশ্রয় নিয়ে ছিলো বিশাল এক বিষধর কেউটে। সকলের অলক্ষ্যেই নিশ্চিন্তে বসবাস করছিল ওই যমদূত।ইদানিং রান্নার গ্যাসের দাম অত্যধিক হারে বেড়ে গিয়েছে। পরিবারের রান্নার গ্যাসও শেষ। অগত্যা কাঠের জ্বালানি ব্যবহার করে বুধবার সকালে রান্নার তোড়জোড় করছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়ার আটপুকুর গ্রামের গৃহবধূ রাইদা বিবি। মাটির তৈরি উনুনের ছাই পরিষ্কার করার জন্য সবেমাত্র উনুনে হাত দিয়েছেন। হাত দেওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর ডান হাতে ছোবল মারে বিষধর কেউটে। ছোবল মারার পর উনুনের মধ্যে গর্জন করতে থাকে সাক্ষাত ওই যমদূত। এদিকে সাপের কামড় খেয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার আর কান্নাকাটি জুড়ে দেন ওই গৃহবধূ। পরিবারের অন্যান্যরা গৃহবধূর কান্নার আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসেন। বিপদের কথা পরিবারের সকলকে বলেন। এরপর পরিবারের লোকজন ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে বাইকে চাপিয়ে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ভুষিঘাটা এলাকার বিদ্যাধরী নদীর খেয়া পারাপার হয়ে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছায়। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তখন রোগী দেখছিলেন চিকিৎসক ডেসান্ড মোদী।

তিনি দ্রুততার সঙ্গে ওই গৃহবধূর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। এরপর ফোন করে ডেকে নেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ সমরেন্দ্র নাথ রায় কে।

বিষধর কেউটে কামড় দিয়েছে ওই মহিলার ক্ষতস্থান পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয়ে যায় সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায়। শুরু হয় চিকিৎসা। তাঁর শরীরে ৩০ টি সাপ কামড়ানো প্রতিষেধক অ্যান্টি ভেনাম সেরাম(এভিএস) প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্ত গৃহবধূ রাইদা বিবি জানিয়েছেন, বিগত দিনে বাড়িতে মাটির উনুনে রান্না করতাম। গ্যাসে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায় বলে মাটির উনুন ব্যবহার করতাম না। ইদানিং রান্না গ্যাসের দাম অত্যধিক হারে বেড়ে গিয়েছে। তারপর গ্যাসও শেষ হয়ে গিয়েছিলো। যার ফলে মাটির উনুনে রান্না করার জন্য পরিষ্কার করছিলাম। উনুনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল একটি বিষধর কেউটে। উনুনে হাত দিতেই ছোবল মারে।'

বাড়ির কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না নিয়ে গিয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসার কারণ সম্পর্কে গৃহবধূর ভাইপো হাবিবুল্লা মোল্লা জানিয়েছেন, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে বহু দুরদূরান্ত থেকে সাপে কামড়ানো রোগীরা চিকিৎসা করাতে আসেন এবং সুস্থ হয়ে

বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। এমন খবর অনেক আগে থেকেই জানতাম। বিশেষ করে হুগলি,বর্ধমান এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি ,গোসাবা,বাসন্তী,বারুইপুর,জয়নগর এলাকা থেকে সাপে কামড়ানো রোগীরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। যার কারণে কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।'

চলতি বছরে অত্যধিক হারে সাপে কামড়ানোর ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, বিগত ২০২১ সালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ১১০ জন সাপে কামড়ানো রোগী চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এসেছিলেন। সংখ্যা চলতি বছরে অনেকাংশ বেড়ে গিয়েছে।

গঙ্গার মৎস্য সংরক্ষণে সেন্ট্রাল ফিশারিজ

মলয় সুর : ব্যারাকপুর সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাদের প্রথম ন্যাশনাল রাঞ্চিং প্রোগ্রাম উদযাপন করল। এই কর্মসূচিকে সাফল্য মণ্ডিত করার প্রয়াস ১৪ থেকে ২১ মে পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ, বিহারের পাটনা ও উত্তরাখণ্ডে গঙ্গানদীর সামগ্রিক মৎস্য বিকাশের জন্য 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচির অধীনে বেশ কয়েকটি গণ

সচেতনতা কর্মকাণ্ড এবং মৎস্য পুনর্জীবিকরণ করার আয়োজন শুরু করেছে শনিবার ১৪ মে উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটে গঙ্গায় প্রকল্পটির রাঞ্চিং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এনএমসিজির প্রধান ডিরেক্টর শ্রীজি অশোক কুমার। এছাড়া ডিরেক্টর অব ফিশারি ডাঃ বসন্ত কুমার দাস, কলকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস কৌশিক চন্দ্র, গবেষক ও অফিসার ডক্টর অর্চন কান্তি দাস ও প্রেস আহ্বায়ক সুজিত চৌধুরী। স্থানীয় জেলেদের উদ্দেশ্যে সচেতনতা এবং মাছ ও ডলফিনকে গঙ্গানদীতে টিকিয়ে রাখার জন্য নদীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পশ্চিম বাংলায় নদিয়ার বলাগড়, এছাড়া ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ, বিহারের পাটনাতে ২ লাখের বেশি মাছ ছাড়া হবে। মূলত রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউন গঙ্গানদীতে মাছের হার অনেক কমে যাওয়ার জন্য এই প্রকল্প কেন্দ্রীয় ফিশারিজ রিসার্চ চালু করল মৎস্যজীবীদের নদীতে পুনরুজ্জীবন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর উত্তরপ্রদেশ-এর অযোধ্যার সরযূ নদীতে ছাড়া হবে পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডে হরিদ্বার হৃষিকেশ, লছমন ঝোলাতে ২০ লাখ মাছ ছাড়া হবে। এদিন টিটাগড় লক্ষ্মীঘাটের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি থেকে ১৫ জন মৎস্যজীবী হাজির হন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২১ মে – ২৭ মে, ২০২২

শিক্ষা দুর্নীতির সেকাল একাল

সম্প্রতি রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হচ্ছে শিক্ষা জগতের দুর্নীতি নিয়ে। মূলত প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ নিয়েই আন্দোলন এবং কলকাতা হাইকোর্টের নানা নির্দেশ নিয়েই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একের পর এক বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত বেআইনি ভাবে শিক্ষকতার চাকরি থেকে বঞ্চিত হতভাগ্যদের মনে কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার ঘটেছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীদের সিবিআই–এর তলব নানা নথিপত্রের সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে একের পর এক ঘটনাক্রম ভবিষ্যতে রাজ্য রাজনীতিতে হয়তো সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।

রাজপথে চাকরি প্রার্থীদের বলা ভালো, হবু শিক্ষক শিক্ষিকাদের দিনের পর দিন অনশন আন্দোলন রাজনীতিকদের না হোক অন্তত আদালতের দরজায় সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছে একথা বলা যেতেই পারে। একসময় বাম আমলে বিপুল পরিমাণ আর্থিক অনুদান দিয়ে গ্রাম বাংলায় এমন কী শহরেও শিক্ষকতার চাকরি মিলত বলে অভিযোগ। সে সময়ের ক্ষোভ বিক্ষোভ থেকেই তৈরি হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে নানা প্রশ্ন বারংবার দানা বেঁধে উঠেছে। শুধু সহ শিক্ষক নয় প্রধান শিক্ষকের নিয়োগের প্রার্থী তালিকা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কারণে বদলি, উৎসশ্রীর বদলি ইত্যাদি নিয়েও বিস্তর অভিযোগ জমা পড়েছে। যদি আর একটু পিছিয়ে যাওয়া যায় বাম আমলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ নিয়ে রাজনীতিকরণ যা পরবর্তীকালে 'অনিলায়ন' নামে খ্যাত। অনিল বিশ্বাসের মতো নেতাদের থেকে শুরু করে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের পুত্র কন্যাদের অবৈধ নিয়োগ ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। পরবর্তীকালে দেখা গেছে সেইসব রাজনৈতিক নিয়োগ প্রাপ্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের বামফ্রন্টের হয়ে রাজনৈতিক ভোটে নামার দৃশ্য। সে আমলেও উপাচার্য নিয়োগেও রাজনৈতিক সংরক্ষণ ছিল। কলেজ সার্ভিস কমিশনের সাংবাদিকতার অধ্যাপক নিয়োগে চরম দুর্নীতির কাহিনী হয়তো অনেকটাই আড়ালে চলে গেছে বর্তমান শিক্ষা দুর্নীতির আবহে। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ই সে সময়ের নিয়োগ গুলি যে খুব একটা স্বচ্ছ ভাবে হয়নি তা স্পষ্ট। পরিবর্তনের পশ্চিমবাংলায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে আকাদেমিক অডিট হবে। সে অডিট আজও হয়নি। চাকরি থেকে বঞ্চিতরা পুস্তিকার মাধ্যমে বাম আমলে শিক্ষা দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। সে পুস্তিকা হয়তো আজও অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে। এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ প্রয়াত এক পরমাণু বিজ্ঞানী। অতীত ভুলে যাওয়া হয়তো রাজনৈতিক দলগুলির বৈশিষ্ট্য। পূর্বতন শাসকদের ত্রুটিগুলি থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছে পরিবর্তনের বাংলার শাসকদল।

রাজনৈতিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে এক দল লোভী মানুষের অর্থের কাছে আত্মসমর্পণ আজ দেশের কাছে পশ্চিমবাংলার ভাবমূর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। সে আমলে ইন্টারভিউ বোর্ডে সরাসরি রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিরা ছড়ি ঘোরাতেন। অর্থ ও রাজনৈতিক আনুগত্য সে সময় বিবেচ্য ছিল চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে। বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার শিক্ষা এবং ছাত্রসমাজ। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার দুর্নীতি এতটাই লাগাম ছাড়া হয়ে উঠেছিল যেখানে আর্থিক অনুদান এবং বেআইনি সুপারিশ চাকরি পাওয়ার মাপকাঠি হয়ে উঠেছে। আইন আইনের পথে চলুক। রাজ্য সরকার নিশ্চয় ভুল সংশোধনের পথে হাঁটবেন আশা করা যায়।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— 'ভক্তের মধ্যে চারিত্রিক শৈথিল্য লক্ষিত হলেও, তাঁর সাধু জীবন যাপন করার জন্য তাঁকে ভক্ত বলেই গ্রহণ করা উচিত। অসচ্চরিত্র শব্দের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। বদ্ধ জীবের দুটি কাজ– দেহের প্রতিপালন এবং আত্ম–উপলব্ধি। সামাজিক মর্যাদা, মানসিক উন্নতি, শৌচ, তপস্যা, পুষ্টি ও জীবন সংগ্রাম– সবই দেহ প্রতিপালনের জন্য। ভগবানের একজন ভক্ত হিসাবে কারও বৃত্তি অনুযায়ী কারও কার্যকলাপের অঙ্গ আত্ম–উপলব্ধির কাজ করা যায় এবং ভগবৎ সম্পর্কেও এভাবেই কাজ করা যায়। এই দুটি কার্য একই সাথে করা উচিত, কারণ একজন বদ্ধ জীব তার দেহের প্রতিপালন পরিত্যাগ করতে পারে না। ভগবদ্ভজন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের প্রতিপালনের কর্ম সমানুপাতিক ভাবে হ্রাস পায়। ভগবদ্ভজন নির্দিষ্ট পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক বিষয়াসক্তি

ফেসবুক বার্তা

দ্রুত বৃদ্ধি জিডিপির

বিশেষ প্রতিনিধি : করোনা মহামারির মতো অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউনের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এর ফলে শুধুমাত্র জিডিপি বৃদ্ধির হার –২৩.৯ শতাংশে নেমে আসেনি, বরং সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ভারতে মন্দার আশঙ্কা করছেন। ২০২০–২০২১ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ০.৪শতাংশে পৌঁছালে ২০২০–২০২১ অর্থবছরের প্রাথমিক অনুমান হল –৭.২%। ২০২১ সালের অক্টোবর–ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে ভারতে জিডিপি হার ৫.৪ শতাংশে পৌঁছেছে।

রেকর্ড এফডিআই–এর মাধ্যমেবিশ্বের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে

সরকারের বিনিয়োগকারী–বান্ধব এফডিআই নীতি এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আস্থাপ্রমাণ করে যে এফডিআই প্রবাহ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ২০১৪–১৫সালে ভারতে এফডিআই প্রবাহ ছিল মোট ৪৫.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং তারপর থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০–২১ অর্থবছরে, ভারত ৮১.৯৭বিলিয়ন মার্কিন ডলার (অস্থায়ী) সর্বোচ্চ বার্ষিক এফডিআই প্রবাহ পেয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১০% বৃদ্ধি। ২০২১সালের প্রথম ছ'মাসে এফডিআই প্রবাহ ৪% বেড়ে ৪২.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, যা গত বছরের একই

সময়ে ৪১.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। গত সাত অর্থবছরে (২০১৪–২০২১) ভারত মোট ৪৪০.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এফডিআই প্রবাহ পেয়েছে, যা গত ২১ বছরে দেশে মোট এফডিআই প্রবাহের (৭৬৩.৮৩বিলিয়ন মার্কিন ডলার)প্রায় ৫৮%।

এই প্রথমবার আমাদের রফতানি ৪০০ বিলিয়নমার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে।

ভারত ২০২১–২২অর্থবছরে পণ্যদ্রব্য রপ্তানিতে একটি নতুন রেকর্ড গড়েছে। এই এক বছরে রফতানির পরিমাণ ৪১৭.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি, এর মধ্যে বৈদ্যুতিক তথ্য বিনিময় করে না এমন বন্দরগুলির পরিসংখ্যান অন্তর্গত নয়। যদি এই পরিসংখ্যানগুলি একসঙ্গে যুক্ত করা হয় তবে রপ্তানির সংখ্যা সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গত ১২ মাসে রফতানি ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। ২০২২সালের মার্চ মাসে ৪০.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, ২০২১সালের মার্চ মাসে ৩৫.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২০সালের মার্চ মাসে ২১.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১৪.৫৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরবর্তী লক্ষ্য হল ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার

২০২৭ সালের মধ্যে রফতানি ২ ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাণিজ্য প্রচার সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

২০২১–২২অর্থবছরের জন্য রফতানির রেকর্ড ৪১৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর পরে ৫০টি দেশের উপর বিশেষ নজর–সহ বাণিজ্য মন্ত্রক ও শিল্প মিশন এবং পণ্য বোর্ডগুলির সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদনকারী।

২০১৪–১৫ সালে মোবাইল ফোনের উৎপাদন ছিল ৬ কোটি সেট এবং মূল্য ছিল ১৯ হাজার কোটি টাকা যা ২০২০–২১ সালে বেড়ে ৩০ কোটি সেট এবং ২.২০ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। ২০১৪সালে দুটিমাত্র কারখানা ছিল যারা সেলুলার ফোন এবং যন্ত্রাংশ উপাদন করত,কিন্তু ২০২১সালের মধ্যে এই সংখ্যা দুশো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়ছে।

২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভারত চিন, জাপান এবং সুইৎজারল্যান্ডকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়কারী দেশে পরিণত হয়েছে।

২০১৯–২০ ৪৭৭.৮
২০২০–২১ ৫৭৭.০
২০২১–২২ ৬৩৩.৬

(পরিসংখ্যান ডলারে, তথ্য ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ অনুসারে)

পিএলআইস্কিমটি চোদ্দটি উৎপাদন খাতে এক অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে। এতে ৬০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে আগামী পাঁচ বছরে ৩০ লক্ষ কোটি টাকার পণ্যের অতিরিক্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

ই–নাম' এর লক্ষ্য

বিশেষ প্রতিনিধি : ই–নাম' এর লক্ষ্য সকল কৃষককে সহায়তা করা এবং তাঁদের উপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রির পদ্ধতি পরিবর্তন করা। এটি আমাদের কৃষকদের কোনো

অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই স্বচ্ছ উপায়ে প্রতিযোগিতামূলক এবং লাভজনক মূল্য পেতে সক্ষম করে। এই কারণে তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গেমূল্য এবং কৃষি পণ্যের জন্য এক দেশ–এক বাজার' ধারণাটিও বিকশিত হচ্ছে। ১০০০ মান্ডি ই–নামের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্গত রয়েছে ২১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ২,২১,১৯১ জন ব্যবসায়ী এবং ১,৭৩,০৬,৩১৩ জন কৃষক এই মঞ্চে যুক্ত হয়েছেন।১,০৩,১৫৬ কমিশন এজেন্ট এবং ২০৮৩ কৃষক উৎপাদনকারী সংস্থাও যোগ দিয়েছে। ই–নাম প্রকল্পের লক্ষ্য কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং তাঁদের জীবন সমৃদ্ধশালী করে তোলা।

জল মিশনে মহিলাদের ভূমিকা

বিশেষ প্রতিনিধি : মহিলাদের তত্ত্বাবধানে এলাকার ১৫টি গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করা হচ্ছে। দলের ৪৩ জন মহিলা সরাসরি এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। মহিলা দলগুলি রাজ্য সরকারের কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার প্রত্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত ঘানসোর উন্নয়ন ব্লকে জল সখী হয়ে স্বনির্ভরতার নতুন আখ্যান রচনা করেছেন মহিলারা। মধ্যপ্রদেশ জল নিগম এই অঞ্চলের ১৫টি গ্রামের জন্য ১২ কোটি টাকা খরচ করে ঝুরকি গ্রুপ' জল সরবরাহ প্রকল্প শুরু করেছিল। কিন্তু জলের কর, বিদ্যুতের বিল ও অন্যান্য সমস্যার কারণে সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। আজীবিকা মিশনের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা জল কর পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩ মাসে মহিলারা ১১ লক্ষ টাকারও বেশি সংগ্রহ করেছেন এবং পঞ্চায়েত, জল ও স্বচ্ছতা কমিটির অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন। মহিলারা জল কর আদায় থেকে কমিশন হিসাবে প্রায় ১.৯০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। প্রতিটি গ্রামে তিন থেকে চারজন মহিলা সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়। কলের জল সংযোগের ভাঙন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেছে। নির্ধারিত সময়ে প্রতিদিন সকাল–সন্ধ্যা এক ঘণ্টা করে জল সরবরাহ শুরু হয়। জল সংযোগ ছাড়া পাইপলাইনের ক্ষতির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক শাস্তির বিধান করা হয়েছিল। এখন ঝুরকি মডেল মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কার্যকরী মাধ্যম 'জ্যাম' ট্রিনিটি

বিশেষ প্রতিনিধি : সমাজের প্রায় প্রতিটি শ্রেণিই কোনো না কোনোভাবে আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। পড়ুয়া,মহিলা, দরিদ্র, কৃষক, পশুপালক, জেলে এবং ছোট দোকানদার সকলে এখন ঋণ এবং সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের সুবিধা নিচ্ছেন। এর জন্য 'জ্যাম' অর্থাৎ 'জনধন–আধার–মোবাইল'ট্রিনিটির সঙ্গে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর স্কিমকে সংযুক্ত করা হয়েছে। 'এলপিজি'র জন্য ভর্তুকির সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে 'পহল'নামে চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান পেয়েছে। এর আওতায় ৪.১১ কোটি ভুয়ো ও নিষ্ক্রিয় ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করা হয়েছে। এর ফলে আনুমানিক ৭২.৯ হাজার কোটি টাকা (২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত) সঞ্চয় হয়েছে। ৫৩টি মন্ত্রকের ৩১৩টি প্রকল্প 'ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারে'র মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে, যার কারণে ২১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি ২০১৪–২০১৫ থেকে ২০২১–২০২২ পর্যন্ত সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। 'জ্যাম' ট্রিনিটির মঞ্চ ব্যবহার করে ২,২২,৯৬৮ কোটি টাকার লোকসান বন্ধ করা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকার আধার–সংযুক্তকরণ থেকে দ্রুত সহায়তা পেয়েছে। নাগরিকদের একত্রিত করে সুশাসন প্রচার করা সরকারের নীতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এখন ভর্তুকি হোক বা পানীয় জলের কল বা সরকারি পরিকাঠামো, আধার বা জিওট্যাগের প্রযুক্তির মাধ্যমে সবাইকে সংযুক্ত করে নজরদারি স্বচ্ছ করা হয়েছে, যার সুফল সরকারের প্রতিটি বিভাগে পৌঁছেছে।

দেশ দেশান্তরে
পথের কাঁটা

প্রণব গুহ

গত শুক্রবার থেকে শুরু হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রথম এশিয়া সফর যা চলবে ২৪ মে পর্যন্ত। বাইডেন এই সফরে যাবেন দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানে। মাঝে দক্ষিণ কোরিয়ার নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ইউন সুক–ইয়োলের সঙ্গে বাইডেন মিলিত হবেন এক শীর্ষ বৈঠকে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বলেছেন, এই সফরে আগে বা পরে উত্তর কোরিয়া পারমানবিক বা দূর পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে পারে বলে সন্দেহ মার্কিন গোয়েন্দাদের। যদিও হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, সফরের সময় উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে বিভক্তকারী ডিমিলিটারাইজড জোন পরিদর্শনের কোনও পরিকল্পনা নেই বাইডেনের। অথচ উত্তর কোরিয়া বাইডেনের পথে কাঁটা বিছাতে এইসব দুষ্কর্মের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে মত হোয়াইট হাউসের। সুলিভান জানিয়েছেন, 'আমরা সব ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছি।' এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সমন্বয় রক্ষা করছে এবং গত বুধবার একটি ফোন কলে চিনা জাতীয় উপদেষ্টা ইয়াং জিচি ও উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেছে। সুলিভান বলেন, 'এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের সন্দেহ থেকেই দুর্যোগ মোকাবিলা নিশ্চিত

করতে আমরা এই অঞ্চলে আমাদের মিত্রদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরোধ উভয়েই সরবরাহ করছি।' দক্ষিণ কোরিয়ার ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার কিম তায়–হাইও বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার উস্কানি ঠেকাতে একটি প্ল্যান বিও তৈরি করা হয়েছে যা সফরকালীন শীর্ষ সম্মেলনে সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারে।

গত বছর বাইডেন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে উত্তর কোরিয়া বারবার ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে এবং ২০১৭ সালের পর ফের উৎক্ষেপণ শুরু করেছে। প্রতিটি উৎক্ষেপণের পর ওয়াশিংটন উত্তর কোরিয়াকে সংলাপে ফিরে আসার অনুরোধ করলেও তারা কোনও সারা দেয়নি। অন্যদিকে কঠোর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে উৎসাহিত করার জন্য মার্কিন প্রচেষ্টা রুশ ও চিনা প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় বর্তমানে কোভিড ১৯–এর আক্রমণ ক্রমবর্ধমান। বহু মানুষ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এর মধ্যে উত্তর কোরিয়ার এই দুর্বুদ্ধি আন্তর্জাতিক সুস্থিতি নষ্ট করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের মত। যদিও শেষ পর্যন্ত বাইডেনের এই প্রথম এশিয়া সফর কতটা শান্তিপূর্ণ থাকে সেটাই এখন দেখার।

বাইডেনের এই সফরের মাঝে এ মাসের ২২ তারিখে জাপানের টোকিওয় বসতে চলেছেন কোয়াড গোষ্ঠীভুক্ত দেশ আমেরিকা, জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ নেতারা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই মিটিংয়ে মিলিত হবেন তিন শীর্ষ নেতার সঙ্গে। এবারের এই বৈঠকের মূল বিষয় হলো মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিরাপত্তা। ইন্দো–প্যাসিফিক অঞ্চলে যেভাবে চিনা আগ্রাসন বাড়ছে তার মোকাবিলায় এখনই নিরাপত্তার নানা দিক খতিয়ে দেখতে বসছেন নেতারা। এশিয়ায়, আফগানিস্তান, মায়ানমার, উত্তর কোরিয়া ও শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক অস্থিরতায় যেভাবে প্রতিদিন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তাতে নতুন করে কিছু পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে কোয়াড। সব মিলিয়ে বাইডেনের এবারের সফর, উত্তর কোরিয়ার হুমকি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন কোনও ইঙ্গিত বয়ে আনতে পারে। এর আগে চলতি বছরের ৩ মার্চ কোয়াড গোষ্ঠীর ভার্চুয়াল মিটিং হয়েছিল ইন্দো–প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে। এই কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রনেতারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা ঘটনা ঘটিয়েছে। শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি করে দমন–পীড়ন চালিয়ে দেশবাসীকে দাবিয়ে রেখেছে। উত্তর কোরিয়ায় চিন সরকার কোভিড সংক্রমণ থামানোর ব্যর্থতার পাশাপাশি পরমাণু অস্ত্র উৎক্ষেপনের হুমকি জারি রেখেছে। তালিবান আফগানিস্থানে কয়েকমাস চুপ করে থেকে ফের নানা ফতোয়া দিতে শুরু করেছে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় অস্থিরতা ক্রমশই বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে পারে কোনঠাসা চিন। তারা ইতিমধ্যেই সমুদ্র অঞ্চল নিজেদের দখলে রাখতে নানা কৌশল শুরু করেছে। ফলে ভারত সহ যেসব দেশ ক্রমশ উন্নতির পথে এগোচ্ছে তাতে এই অস্থিরতা প্রভাব ফেলতে পারে। বাইডেনের প্রথম এশিয়া সফল এবং সেই সুযোগে কোয়াডের বৈঠক এশিয়ায় কতটা নিরাপত্তা দিতে পারে তার খসড়াই চূড়ান্ত হবে শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে।

শুদ্ধ করো, ঋদ্ধ করো, বুদ্ধ করো হে

নির্মল গোস্বামী

পৃথিবীর আজ বড় অসুখ। মানুষের প্রয়োজনে বা লোভের কারণে জল, স্থল, বাতাস আজ দূষিত। সভ্যতার বর্জ ফেলার ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে আমাদের পালিনী মাতা। সর্বত্র সহ্য ধরিত্রী মাতা নিরবে সব সহ্য করে। সন্তানদের দোহনে ক্রমে ক্রমে তার জীবনী শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। এরা সুসন্তান নয়, যে সন্তান মায়ের গুরুত্ব বোঝে না। মায়ের পরিচর্যার পরিবর্তে কেবলি দোহন করে সে সন্তান মূঢ়। আমাদের এই মূঢ়তার জন্ম হয় অজ্ঞানতা থেকে। এই অজ্ঞানতার সত্ত্বা কি? ঠাকুর রামকৃষ্ণ সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন জ্ঞান আর অজ্ঞানের পার্থক্য। আমি কর্তা, আমি সবকিছু করছি এটাই অজ্ঞান আর আমি কেউ নয়, তিনিই সবকিছু করছেন এটাই জ্ঞান। আর তিনিই সবকিছুর কর্তা এই জ্ঞানটা আসবে কোথা থেকে? না যখন মানুষ ব্রহ্মের সন্ধান পাবে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হলে আর আমির অস্তিত্ব থাকে না। আমি'র কর্তৃত্ব লোপ পায়। তখন সবকিছুই মনে হয় ব্রহ্মময়। তাই সাধক রামপ্রসাদ গান বেঁধেছিলেন ব্রহ্মময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

এই জ্ঞানের সাধনাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। হিন্দু ধর্ম মতে ৮৪ লক্ষ যোনি পেরিয়ে তবে মানুষ জন্ম হয়। পূর্ব যোনিতে পরিপূর্ণতার ইন্দ্রীয় সুখ ভোগ করে প্রাণী। তাই মনুষ্য জন্ম ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য নয়। বিবেকানন্দ বললেন যে মনুষ্য জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ করা। যীশু বললেন, এই পৃথিবীটা মানুষের বাসের জন্য নয়। পৃথিবীটাকে স্বর্গে যাবার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

যীশুর জন্মের প্রায় ৫৬৩ বৎসর পূর্বে কপিলা বস্তুর রাজ পরিবারে জন্ম নিলেন এক রাজপুত্র। মানুষের জীবনের চরম পরিণতি– জরা, ব্যধি এবং মৃত্যু দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। মুক্তির পথ খুঁজতে পথে নামলেন। ২৯ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে সাধনায় রত হলেন। দীর্ঘ ৮ বছর পর তিনি বোধি অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন। কি সেই জ্ঞান? সহজ কথায় সৎ কর্মের দ্বারা মানুষ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। আর বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলে আর জন্ম হবে না, এবং জন্ম না হলে জরা, ব্যধি, মৃত্যুর যন্ত্রণাও মানুষকে ভোগ করতে হবে না। আর মানুষ সৎ কর্মের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বুদ্ধত্বে উপনীত হবে।

যাগ–যজ্ঞ, বলি, মন্ত্র–তন্ত্র এসবকে এড়িয়ে অতি সহজ ভাষায় সরল কথায় ধর্মবাণী শোনালেন মানুষকে। স্বর্গের কোন দেবতা এসে তোমার হাত ধরে স্বর্গে নিয়ে যাবে না। স্বর্গে যাবার পথ অন্বেষণ তোমাকেই করতে হবে। সরল হও, সহজ হও, সত্যবাদী হও, সৎ হও। এক কথায় আজ আমরা যাকে ভালোমানুষ বলে মনে করি বুদ্ধদেব সেই ভালোমানুষ তৈরিতে ধর্মের বটিকা সেবন করালেন। ভালোমানুষ হলে সব ভালো হবে। সমাজ ভালো হবে, দেশ ভালো হবে দেশের উন্নতি হবে, দশের কল্যাণ সাধন হবে। শুধু কথার ধর্ম নয়। কাজের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করল সেই ধর্ম। মূল বাণী হল 'মা হিংসী, হিংসা করিও না। হিংসা ত্যাগ মানে ভালোবাসার উন্মেষ। জীব জগৎ পশু পাখি মানুষ সকলের প্রতি স্নেহ মায়া প্রেম। এক স্বর্গীয় বাতাবরণের সৃষ্টি হল এই ধরণীর কোণে– ভারতবর্ষে। যদিও তখন ভারতবর্ষ নামে অখণ্ড কোন দেশ ছিল না। ভারত তখন ষোড়শ জনপদে বিভক্ত ছিল। এর জনপদগুলির মধ্যে কিছু জনপদ গণরাজ্য ছিল। অর্থাৎ গণ পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হত। বুদ্ধের আগে এই জনপদগুলির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। মা হিংসী বাণীতে

যেন নম্র হল শিকল বাঁধা দানব। জীবনের সত্য সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠল মানুষ। জনপদের কর্তারা ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেন। রাজারা নত জানু হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের কৃপা প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধদেব তখন শ্রাবস্তীতে রয়েছেন। খবর পেলেন নিজ রাজ্য শাক্য এবং কোশীয়দের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতা বলে যুযুধান দুপক্ষের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন এবং শান্তির পক্ষে বার্তা দিলেন। যুদ্ধ আর হল না মিত্রতা স্থাপন হল দু পক্ষের মধ্যে।

বুদ্ধের প্রভাবে যুদ্ধভুলে, হিংসা ভুলে মানব কল্যাণে ব্রতী হল শাসকগণ। ভারতের সৌভাগ্য লক্ষ্মী সেদিন ঝলমল করে উঠল। স্থাপত্যে, শাস্ত্রে, শিক্ষায়, সঙ্গীতে এক অতি মানবিক উচ্চতার নিদর্শন হয়ে রইল। চিকিৎসা শাস্ত্রে অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতের দিক দিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ত্যাগ মন্ত্রে মন্ত্রিত করল আকাশ বাতাস। দেশে দেশে দিশে দিশ বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। সেখানে শত শত জ্ঞানী মানুষ বুদ্ধ হবে। যুদ্ধের পরিবর্তে ধর্ম দিয়ে দেশ জয়ের নতুন দিশা দেখা দিল। ভারতবর্ষ জ্ঞানগুরুতে পরিণত হল।

সেদিন এক সোনালী সময়। নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিহারে পৃথিবীর নানান কোনা থেকে বিদ্যার্থীরা আসত। বিনা পয়সায় থেকে খেয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করে ফিরে যেতো শান্তির দূত হয়ে।

আজ পৃথিবী ভাল নেই দিয়ে এই লেখা শুরু করেছিলাম। মানুষের সভ্যতার ফসলকে ধ্বংস করছে নির্বিচারে। তিলে তিলে গড়ে ওঠা বাড়ি, শহর, স্কুল মুহূর্তে ধ্বংস করছে পুতিন নামক দানবের অঙ্গুলি হেলনে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন, পর দেশে শরনার্থী হয়ে দিন কাটাচ্ছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের বড়াই করার দল সব রাষ্ট্রনায়কগণ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছে। আর দুর্বলকে নৈতিক সাহায্য দিচ্ছে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য। আজ পৃথিবীর কোন সংগঠন নেই, কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র নায়ক নেই। যে এই মারণ যজ্ঞকে থামাতে পারে। টন টন বারুদের বিষে দূষিত বায়ু। বিপন্ন মানুষের আর্ত চিৎকারে দ্রাব্য বাতাস। আজ বিপন্ন মানুষের উদ্ধারের জন্য একজন বুদ্ধের বড় প্রয়োজন। যিনি একটি ছাগশিশুকে বাঁচাতে দস্যু অঙ্গীরমালের কাছে নিজের জীবন দিতে চেয়েছিলেন। আজ এমন একজন বুদ্ধের প্রয়োজন যিনি কথায় আর কাজে যেন ফারাক রাখেন না। সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন কপিলাবস্তুতে একবারের জন্য এলেন, তখন শত অনুরোধেও প্রাসাদে প্রবেশ করলেন না। উদ্যানে রইলেন। রাজা শুদ্ধধন এসে ছেলের পায়ে প্রণত হলেন। স্ত্রী এলেন নাবালক পুত্রের হাত ধরে। ভগবান তথাগত তাদের হাতে চীরব অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বস্ত্র তুলে দিলেন। যিনি শত শত মানুষকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন তিনি নিজের পুত্র এবং স্ত্রীকে ভিক্ষু করে প্রাসাদ থেকে পথে টেনে আনলেন।

এই শিক্ষাই তিনি মানুষকে দিয়ে গেলেন যে ভোগে নয়, ত্যাগেই জীবনের মহত্ব বাড়ে। ত্যাগেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

বেদের বাণী হল 'সা বিদ্যা, যা বিমুক্তয়ে'। বিমুক্ত করে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান। দশ ইন্দ্রিয়ে চক্রে ঘুরপাক খাওয়া মানুষকে মুক্তির পথ দেখায় জ্ঞান। দুঃখ, বিষাদ এই সব হল অজ্ঞান সঞ্জাত। জ্ঞান মানুষকে মোহমুক্ত করে। যা ঈশ্বরকে জানতে সাহায্য করে। যে জ্ঞান সর্বদাই আনন্দ দান করে মানুষের পার্থক্য নিরূপণ করে না। যে জ্ঞানের দৌলতে রাজা আর প্রজার বিভেদ হয় না। যে জ্ঞান অধ্যয়ন করলে তুমি আর আমির একাকার হয়ে যায়। আমাদের শাস্ত্র মতে একে বলে পরা বিদ্যা। এই পরা বিদ্যাই মানুষকে ঋদ্ধ করে, শুদ্ধ করে, বুদ্ধ করে। বুদ্ধের জন্মের দিনে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের এই প্রার্থনা হোক– হে তথাগত তুমি আমাদের নির্দয় আঘাত করে মনুষ্যত্বের জ্ঞান দান কর। সংঘম শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

পূর্ণবয়স্ক হরিণ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকালয়ে হরিণ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। সোমবার সকালে নামখানার উত্তর দেবনিবাস এলাকা থেকে উদ্ধার হল একটি পূর্ণবয়স্ক হরিণ। সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান দেবনিবাস গ্রামের মধ্যে একটি হরিণ ঢুকে পড়েছে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা হরিণটির পেছনে ধাওয়া করে হরিণটিকে ধরার চেষ্টা করেন। প্রায় ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় গ্রামের দুই যুবক গৌতম পাত্র ও তাপস পাল সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের দেবনিবাস গ্রাম থেকে পূর্ণবয়স্ক হরিণটিকে উদ্ধার করা হয়। হরিণ উদ্ধার হওয়ার পরেই তা দেখতে ফ্রেজারগঞ্জের দেবনিবাস এলাকায় মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে। এর আগে কখনও দেবনিবাস এলাকার গ্রামে লোকালয়ের মধ্যে হরিণ চলে আসার ঘটনা ঘটেনি। গ্রামবাসীদের দাবি এই প্রথমবার গ্রামের মধ্যে হরিণ চলে এলো। আর তা দেখতেই মানুষের ভিড় করলো দেবীনিবাস গ্রামে। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে অবশেষে হরিণটি একটি কাদা ভর্তি জলাশয়ে পড়ে যায়। এর পরেই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসে হরিণটিকে। গ্রামের মধ্যে হরিণ

ধরা পড়েছে খবর চাউর হতেই ফ্রেজারগঞ্জের দেবনিবাস গ্রামে মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে।

পূর্ণবয়স্ক হরিণ উদ্ধারের পর খবর দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় বকখালি বনদপ্তরে। ঘটনাস্থলে আসে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বকখালি রেঞ্জ অফিসার বিমল মাইতির নির্দেশে ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দেবনিবাস গ্রামে হরিণ উদ্ধারের জন্য আসেন বকখালি বনদপ্তরের কর্মীরা। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বকখালি সমুদ্র সৈকত লাগোয়া বিশাল জঙ্গল রয়েছে। কিছু হরিণ, শুকর সহ বিভিন্ন প্রাণী রয়েছে সেই জঙ্গলে। তাছাড়া বকখালিতে আগত পর্যটকদের জন্য ডিয়ার পার্ক ছিল। ঘেরাটোপের মাঝে হরিণ থাকতো সেই পার্কে। গত ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের পর তছনছ হয়ে বকখালি ডিয়ার পার্কের একাংশ। সেই সময় হরিণগুলি পাশের জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক হরিণ দলছুট হয়ে ফ্রেজারগঞ্জের দেবনিবাস গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে পূর্ণবয়স্ক হরিণটিকে উদ্ধার করার পরেই তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এর পরেই তাকে বকখালি সমুদ্র সৈকত লাগোয়া জঙ্গলে ছেড়ে দেয় বনদপ্তর।

ইলেকট্রিক সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ মে প্রথম বার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলন হতে চলেছে মন্দিরবাজার সাউন্ড অ্যান্ড ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে। সম্মেলনটি হবে দয়ারাম পুরের সূর্যালোক

কমপ্লেক্সে। সংগঠনের সম্পাদক অসিত রঞ্জন ঘোষ জানালেন, করোনা কালে আমরা খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছি। ওই সময়েই ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউন্ড অ্যান্ড লাইট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত হই আমরা। আমাদের ব্লকে আমাদের সদস্য প্রায় দুশ জন। আমরা ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে চাই যে রাজ্য সরকারের দূষণ বিধি আইন মেনে চলুন। সেই সঙ্গে যাতে কেউ অযথা হাসপাতাল, স্কুলের সামনে ডিজে না বাজায় সেটাও দেখতে হবে। তবে সম্মেলনে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী কর্মসূচি নেওয়া হবে।

চটকদারি নয়, কাজে বিশ্বাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : চমক, চটকদারি কথার ফুলঝুড়ি... এসব ব্যক্তিগত জীবনযাপনের বিভিন্ন মুহূর্তগুলিতে বাড়তি গুরুত্ব পেতে পারে কিন্তু, কোনও সরকার বা প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে এসব কার্যত বেমানানই শুধু নয় ক্রমশ ব্যর্থতার দিকটাকেই প্রকট করে তোলে। যেকারণে বর্তমানে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর তৃণমূল কংগ্রেসের ১১ বছরের রাজত্বে সাফল্যের ঢাক পেটানোর মধ্যেই সর্বত্রই দুর্নীতি, বেনিয়ম, আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কাহিনিও ফাটা রেকর্ডের মতো বেজেই চলেছে। রাজ্য সরকারের কিংবা সরকার পোষিত বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি পুরসভা, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদগুলির নানাবিধ কাজকর্ম নিয়ে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি সহ বেনিয়মের প্রশ্নে সরব।

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়শই বিভিন্ন মাধ্যমে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে দপ্তরে দপ্তরে দুর্নীতি, বেনিয়ম দমন সহ যথাযথ তদন্তের কড়া বার্তা দিয়েই চলেছেন। পাশাপাশি তিনি রাজ্যজুড়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিচুতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত সর্বত্রই স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রশাসন চালানোর সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লাগাতার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। এতকিছু সত্ত্বেও রাজ্যজুড়ে প্রায়শই এসবের উলটো ছবিটাই মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর বহু যত্নে লালনপালন করা দল তৃণমূল কংগ্রেসকে যথেষ্টই বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর অনবরত হুঁশিয়ারির পরেও রাজ্যজুড়ে মাফিয়ারাজ বন্ধ হয়নি। মাল্টিসুপার স্পেশালিটি জীবনদায়ী অসংখ্য হাসপাতালে কোটি কোটি টাকার আর্থিক বেনিয়ম সহ নানাবিধ দুর্নীতি আর অব্যবস্থার অভিযোগের পাহাড় জমেছে। মুখ্যমন্ত্রীর চরম হুঁশিয়ারিকে কার্যত বুড়ো আঙুল দিয়ে পুলিশ এখনও রাস্তায় হাত পেতে দাঁড়িয়ে তোলা আদায় করে। কয়লা-জমি-বালি মাফিয়ারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল সহ পুরসভা ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত দপ্তরগুলি বেশ বড়সড় দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে বলে রাজ্যবাসীর একাংশ দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে এলেও এসব নিয়ে বিভাগীয় প্রশাসনিক তদন্তের নামে কার্যত প্রহসনের নাটক চলছে তো চলছেই।

বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, মূলত শাসকদলের শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতা-নেত্রী সহ পুলিশ-প্রশাসনের বিভিন্নভাবে মদত থাকায় এলাকার কেষ্টবিষ্টু মার্কা নেতা-কর্মীরা সর্বত্র দুর্নীতির জাল বিছিয়ে দিনের পর দিন কোটি কোটি টাকার আখের গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। যদিওবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিযোগের কারণে একটু আধটু শোরগোল শুরু হয় তবে তা তদন্তের নামে বেমালুম ধামাচাপা দেওয়ার খেলাটাও বেশ জমে যাওয়ায় শেষপর্যন্ত সবটাই কার্যত প্রহসনে পরিণত হয়। যেকারণে চারিদিকে সাধারণ মানুষের মুখে একটা কথা শোনা যায় যে, সরকারের মর্জিমাফিক বিভিন্ন দপ্তরে নানান গালভরা কমিটির শীর্ষপদে আসীন শাসকদলের প্রভাবশালী নেতাদের আশীর্বাদী হাত থাকায় বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত কার্যত গতি হারিয়ে ফেলে। সর্বত্র আধিকারিকদের একটাই 'শেখানো বুলি' শোনা যায়, অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। দোষ প্রমাণিত হলে 'শাস্তি হবে'। একইভাবে দীর্ঘদিন ধরেই পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের একাধিক বিষয়ে অভিযোগের তদন্ত চলেছে।

সম্প্রতি, এখানকার একাধিক বিলের মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে বিস্তর গরমিলের অভিযোগে নতুন করে শোরগোল পড়েছে। এটা নিয়েও বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। রাজ্যবাসীর হয়তো স্মরণে থাকবে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট রাজত্বের অবসানের পর ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোটের মিলিজুলি সরকার গঠিত হওয়ার পরপরই বিভিন্ন হাসপাতাল সহ অসংখ্য দপ্তরের কাজকর্ম ঠিকঠাক চলছে কিনা তা সরেজমিনে দেখার জন্য মন্ত্রী-বিধায়কদের সারপ্রাইজ ভিজিট (আচমকা পরিদর্শন) শুরু হয়েছিল। শাসকদলের মন্ত্রী-বিধায়করা এলাকার কেষ্টবিষ্টু নেতা-কর্মী সহ পরিবৃত হয়ে বিভিন্ন দপ্তরে যেতেই সেখানকার কর্তা-ব্যক্তিরা তটস্থ হয়ে থাকতেন। এভাবে মাসকয়েক চমক দেখানোর পর্ব চলেছিল। তারপর বিভিন্ন দপ্তরে যাবতীয় দুর্নীতি ও বেনিয়ম দমন করে রাজ্যবাসীকে স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি উঠে এসেছিল মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। এমনকি, রাজ্যের সর্বত্র যাবতীয় অপরাধ দমন সহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পুলিশ-প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কঠোর ভূমিকা পালন করবে বলে মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন ভাষণের মাধ্যমে জানতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেও শুরু করেছিলেন। কিন্তু, বাস্তব চিত্রটা বড়ই নির্মম।

রাজ্যজুড়ে পরপর বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, নক্কারজনক পাশবিক ঘটনা, রাজনৈতিক হিংসা, সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি, খুন, চোরাচালান চলতেই আছে। সব দেখেশুনে মুখ্যমন্ত্রীও খুব বিরক্ত। কিন্তু, তিনিও স্পষ্ট বুঝে গিয়েছেন এতকিছু দমন করাটা মুখের কথা নয়। তাইতো সরকারে হ্যাটট্রিক গড়ার এই ১১ বছর পরেও খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেই মাঝেমধ্যে বেসুরো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তবে, তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও সরাসরিভাবে সরকারের ব্যর্থতার কথা না বললেও ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে দুর্নীতি দমনের কথা, স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই চলেছেন। সেইসঙ্গে সকল ধরনের চক্রান্তকারীদের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারিও অব্যাহত। কিন্তু, মানুষ শুধু কথার ফুলঝুড়িতে মোহিত হতে চায় না, মানুষ কাজে ও ফলে বিশ্বাসী। আর সেটাই রাজ্যবাসীকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রমাণ করে নিতে হবে মানুষের জন্য প্রশাসন কতটা সক্রিয় এবং স্বচ্ছ।

শিক্ষকদের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার দিন অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নামখানা শাখার বার্ষিক সম্মেলন। এই বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান অজিত কুমার নায়েক, গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, নামখানা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ধীরেন কুমার দাশ। সোমবার দেবনগর মোক্ষদা দিন্দা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা হয়। এদিনের সম্মেলনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মূলত গরমে রক্তের কিছুটা হলেও ঘাটতি মেটাতে এই উদ্যোগ বলে শিক্ষকরা জানিয়েছে।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন বিজেপির

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহার কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন খোদ বিজেপি নেতা অনিল সিং। চিটফান্ডে জেল খাটা ধ্রুব সাহা কীভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পেলেন সেবিষয়ে ফেসবুকে প্রশ্ন তোলেন নলহাটির বিজেপি নেতা অনিল সিং। ধ্রুব সাহাকে তোলাবাজ বলে কটাক্ষ করেন অনিল সিং। বিজেপি নেতা অনিল সিং-র ফেসবুক পোস্ট ঘিরে প্রকাশ্যে চলে এলো বীরভূম জেলা বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কটাক্ষ করতে ছাড়ে নি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১১,২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৩ সালে উপনির্বাচনে নলহাটি বিধানসভাকেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন অনিল সিং।

১১ বছর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১১ সালের ২০ মে বামফ্রন্টকে পরাজিত করে বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জী। তৃণমূল পরিচালিত সরকার ১১ বছরে পদার্পণ করল। গোটা রাজ্যের সঙ্গে বজবজ-২ নম্বর ব্লকেও এই দিনটি উদযাপিত হল। সকালে গজাপোয়ালী সঞ্জীবনী পার্ক থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, ঐক্যশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারসহ নানা সামাজিক প্রকল্পগুলোকে ট্যাবলোর মাধ্যমে সাজানো হয়। র‍্যালিটি শেষ হয় বুড়ুল পার্কে। উপস্থিত ছিলেন বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, সদস্যা শিখা রায় সহ সরকারি আধিকারিকরা।

সুরাহা নেই

প্রথম পাতার পর

অথচ বর্তমান সরকার আসার আগে আশা জেগেছিল সিঙ্গুরের চুক্তি প্রকাশ হবে, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম গণহত্যার তদন্ত হবে, তাপসী মালিকের বাবা ভেবেছিলেন তদন্তের পরে তাঁর মেয়ের হত্যাকারীরা চিহ্নিত হবে। কিন্তু কিছুই হল না। বরং রাজ্যে জন্ম হল আরও কিছু তাপসীর। সরকারে আসার আগে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছিলেন ক্ষমতায় এসে তদন্ত করবেন মরিচঝাঁপি হত্যার, খুঁজে বার করা হবে আনন্দমার্গীদের কারা পুড়িয়ে মেরেছিল, ২১ জুলাই যুব কংগ্রেসের আন্দোলনে কার নির্দেশে গুলি চলেছিল। কিন্তু না কিছুই হয়নি। বরং সেদিনকার নেতা আমলারা ভোল বদলে মন্ত্রী হয়েছেন। ছাই পড়েছে বঙ্গবাসীর চোখে মুখে।

হারানো ব্যাগ পেল গৃহবধূ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : আবার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে জয়নগর স্টেশন এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, অন্যান্য দিনের মতন শুক্রবার ও জয়নগর স্টেশন মোড়ে ডিউটি রত ছিল জয়নগর সাব ট্রাফিক কর্মীরা যানজট নিয়ন্ত্রনে। আর এদিন সকাল সাড়ে ৯ টার ডাউন লোকালে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে নামে অন্যান্য যাত্রীদের মতন মমতা মন্ডল নামে এক গৃহবধূ। সে এদিন ঢাকুরিয়ার শশুরবাড়ি থেকে কুলতলির জামতলায় বাপের বাড়ি ফিরছিলো মেয়েকে সাথে নিয়ে। আর জয়নগর স্টেশন থেকে বাস ধরে জামতলায় যাবে বলে সে বাসে ওঠে। আর সেই সময় তাড়াহুড়োতে ওই গৃহবধূর হাতে থাকা একটি ছোট ব্যাগ পড়ে যায়। ওই গৃহবধূ ব্যাগ

হারিয়ে জয়নগর থানার দ্বারস্থ হয়। আর ওদিকে তখন ট্রাফিকরা ওই গৃহবধূর ব্যাগটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এর পর এদিন জয়নগর থানার সাব ট্রাফিক সার্জেন্ট প্রশান্ত দাস উপযুক্ত প্রমান নিয়ে ওই গৃহবধূর হাতে ব্যাগটি তুলে দেন। উদ্ধার হওয়া গৃহবধূর ব্যাগটিতে দুটি সোনার কানের দুল, নগদ দে। হাজার টাকা ও কিছু কাগজপত্র ছিল। এদিন নিজের হারানো জিনিসি হারানোর দু'ঘন্টার মধ্যে ফিরে পেয়ে ওই গৃহবধূ ধন্যবাদ জানান জয়নগর সাব ট্রাফিকের সহ পুলিশের পুরো টিমকে।

দুর্নীতির দুর্বিপাকে বাংলা

প্রথম পাতার পর

এসব মাথায় রেখেই উন্নয়নের প্রকল্প নিয়ে স্বাধীনতার ৭৫ বছরে পৌঁছেছে ভারতবর্ষ। পশ্চিমবঙ্গও এর বাইরে নয়। রাজ্যের ইতিহাসে কত কেলেঙ্কারি যে ঘটেছে তা গুনে রাখা মুশকিল। সেসব নিয়ে কত যে কমিশন, কমিটি বসেছে তারও ইয়ত্তা নেই। কারোর রিপোর্টই দিনের আলো দেখেনি। অন্ধকার স্যাঁতসেতে রেকর্ডরুমে খসে পড়া দস্তাবেজে পরিণত হয়েছে মানুষের চাহিদা, অধিকার, দাবি। তবুও এগিয়ে চলেছে বাংলা। দুর্নীতির নোংরায় উন্নয়নের বুজে যাওয়া গর্ত দিয়ে যতটা বরাদ্দ এসেছে মানুষের জীবনে তা নিয়েই এগিয়ে চলেছে বঙ্গবাসী। বাঙালি বুঝেছে কিছু দিয়েই তবে কিছু পেতে হবে, এটাই অদৃষ্ট। সত্তরের দশকে অযোগ্য জনপ্রতিনিধি ও দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের যুগলবন্দিতে বাংলায় দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হল অপরাধ। দুর্নীতির প্রতিবাদ করলেই মার-জখম-খুন। ৭৭-এর বদলেও এ ধারার বদল হল না। চলল একের পর এক হত্যাকাণ্ড। বাড়ল রাজনৈতিক খুন, ধর্ষণ, ফাঁসিয়ে দেওয়ার সংখ্যা। দুর্বিসহ বাংলায় পরিবর্তন এল ২০১১-য়।

কিন্তু হায়! নতুন সরকারের যখন ১১ বছরের উন্নয়নের প্রচার চলছে তখন মনে হচ্ছে দুর্নীতি ব্যক্তিগত পরিসর ছাড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে চলেছে। একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির দুর্বিপাকে ধ্বসে পড়ছে। যাদের কাছে গিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে সেই বিধায়ক, সাংসদ, পঞ্চায়েত প্রধানরাই এখন দুর্নীতির তদন্তের ক্যামেরায়। জনগণের মুখে তাই আক্ষেপ, বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম থেকেই যদি তৃণমূল সুপ্রিমো রাশ টেনে ধরতেন তাহলে হয়তো এই দিন দেখতে হতো না। যদিও রাজনৈতিক মহল মনে করছে শিক্ষা দফতর এবং সম্প্রতি দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে পার্থ চ্যাটার্জীকে সরিয়ে দিয়ে একটা ঝড়ের ইঙ্গিত দিয়েই রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন দলের মুখপাত্র ও নিজেও এদের দায়িত্ব নেবেন না বলে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন বটে কিন্তু সরকারকে কলঙ্কমুক্ত রাখা খুবই মুশকিল যেখানে ফিরহাদ হাকিমের মতো নেতা আগে বলেছেন যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে তার দায় একা পার্থর নয়, দায় সমগ্র মন্ত্রী সভার, দলের সকলের। তবে গা ঝেড়ে ফেললেও দুর্নীতি কিন্তু পিছু ছাড়ছে না তৃণমূল সরকারের। চিট ফাণ্ড যে অশনি সংকেত দিয়েছিল সে এখন ত্রাণ, শিক্ষা, পাচার, স্বজনপোষণ, অপরাধের কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেছে। ২০১৯এর জুন মাসে গত লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস পাবলিক গ্রিভেন্স সেল খুলে ছিল। কোভিডের লকডাউন ধরে তিন বছরেরও কম সময়ে এখানে অভিযোগের সংখ্যা গত শুক্রবার অবধি ১১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৫টি। প্রতিদিন এই সংখ্যা বাড়ছে। এত অভিযোগ, এত দুর্নীতি, এত অপরাধ মাথায় নিয়ে আরও চারটি বছর পার করতে হবে এই সরকারকে যে ভুগছে চরম অর্থসংকটে। কেন্দ্রের কড়া মনোভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের কোষাগার। এভাবে কী জনকল্যাণের প্রকল্পগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? প্রশ্ন মানুষের।

পথে নামল উইনার্স টিম

সুব্রত মন্ডল : পুলিশ জেলার মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য গঠন করা হলো উইনার্স টিম। এই টিমে কুড়ি জন সদস্য আছেন। কাকদ্বীপের চৌরাস্তার মোড়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই টিম কাজ শুরু করলো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য পুলিশের আইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ তন্ময় রায় চৌধুরী। তিনি বলেন এই প্রকল্প মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ও ভাবনায় তৈরি করা হয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই রাজ্য পুলিশের লক্ষ্য। যে এলাকা গুলি সংবেদনশীল সেখানে এই টিমের সদস্যারা কর্মরত থাকবেন। স্কুটিতে করে বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন করে ঘুরে বেড়াবেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয়। সুন্দরবনের পুলিশ জেলার সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার সহ অন্যান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। বারুইপুর এর পরে সুন্দরবন পুলিশ জেলায় এই প্রথম উইনার্স টিম গঠিত হলো। মহিলাদের নিরাপত্তার দিকটি তারা খতিয়ে দেখবেন। ইভটিজিং নির্যাতনের মতো অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থানায় তারা জানাবেন। উইনার্স টিমের সদস্যারা সবাই কালো পোশাকে হাজির হয়েছিলেন।

নাম পরিবর্তন

গত ১৮ মে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুরে এফিডেভিড বলে আমি JHUMA DAS থেকে JHUMA AKHTER হলাম। JHUMA AKHTER এবং JHUMA DAS এক ও অভিন্ন মহিলা।

আলিপুর নোটারি পাবলিকের ১৩.০৫.২০২২ তারিখের এভিডেভিড বলে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার আধার কার্ড নম্বর 875700294448-এ উল্লিখিত HINARA BIBI হলো আমার প্রকৃত নাম। আমার ভোটার কার্ড নম্বর WB/116/444478-এ উল্লিখিত BABY MANDAL -এর পরিবর্তে HINARA BIBI হবে। HINARA BIBI ও BABY MANDAL এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

HINARA BIBI
কৃষ্ণনগর, মণ্ডলপাড়া, মহেশতলা, কলকাতা-১৪১

মহানগরে

এবার পাড়ায় পাড়ায় মিউটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেকসময় অনেক কলকাতাবাসী অভিযোগ করেন যে, তার বাড়ির মিউটেশনের আবেদনপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও মিউটেশন হচ্ছে না। এ বিষয়ে কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি জানান, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা পরা ওই সমস্ত আবেদনপত্রের নিষ্পত্তি করার জন্য কলকাতা পুরসভার অ্যাসেসমেন্ট–কালেকশন দফতর পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্যাম্প করবে। মহানাগরিক জানান, ইতিমধ্যে কলকাতার বেশ কিছু ওয়ার্ডে এই ধরণের ক্যাম্প করা হয়েছে।

তাতে বেশ ভালো রকম সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। আর বাড়ির মিউটেশন হলে কলকাতা পুরসভা ওই সম্পত্তি থেকে সম্পত্তি কর পাবে। তাতে কলকাতা পুরসভাই উপকৃত হবে। তিনি জানান, অনেক কলকাতাবাসী যারা এখনও মিউটেশনের জন্য আবেদন করেননি বা ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টে'র আওতাভুক্ত হবার জন্য 'স্যাফ' (সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম) জমা দেননি। তাদেরও এই সকল ক্যাম্প থেকে সমস্তরকম ফর্ম দেওয়া হবে এবং যথাযথ ভাবে ওই ফর্ম গুলি পূরণ করার জন্য সহযোগিতা ও মতামত দেওয়া হবে। যারা ইতিমধ্যেই 'মিউটেশনে'র জন্য আবেদন করেছেন অথচ প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাবে মিউটেশন হয়নি, তারাও এই সকল ক্যাম্পে গিয়ে নথিপত্র জমা দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে পারবেন। যাদের সম্পত্তির এখনও অ্যাসেসমেন্ট হয়নি, তারাও এই ক্যাম্পে অ্যাসেসমেন্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

মহানাগরিক জানান, এখন থেকে সিটিজেন্স চার্টার' অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত মিউটেশনের আবেদনের নিষ্পত্তি করা হবে। যেমন – কোনও অ্যাসেসমেন্ট আপ টু ডেট থাকলে সাতদিনের মধ্যে সিমপল মিউটেশন করা হবে। মিউটেশন অ্যাপরশনমেন্ট ৩০ দিনের মধ্যে করা হবে। মিউটেশন সেপারেশন ও মিউটেশন অ্যামলগামেশন ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে।

জঞ্জাল অপসারণে স্থায়ী শূন্যপদের সংখ্যা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট দফতরে স্থায়ী শূন্যপদের সংখ্যা কত? এ বিষয়ে ওই দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানান, এসডব্লুএম–১ এবং এস ডব্লু এম–২–এ স্থায়ী কর্মী মোট স্যাংশন পোস্ট আছে ১৭,১৫১টি। এর মধ্যে প্ল্যানিং পজিশনে (অকুপাইট পোস্ট) আছে ৭,৯৮৭ জন। এছাড়াও ডাইরেক্ট কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী আছে ১,৭৪৭ জন আর কন্ট্রাকচুয়াল এজেন্সির নিয়োগ আছে ৫,০২৮ জন। ফলে এই দফতরে ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে ২,২৮৯ টি। তবে জোকার ১৪২ – ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে এই দফতরের কোনও পোস্ট সিডিউল নেই। ফলে ভ্যাকেন্ট পোস্ট আরও বাড়তে পারে। অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ১০০ দিনের কর্মীদের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অর্থা জঞ্জাল অপসারণ দফতরে নিযুক্ত করা যায় কী? অতিরিক্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেবব্রত মজুমদার বলেন, আমরা যখন এই দফতরে কর্মী নিয়োগ করি, তখন আমরা একটি ক্রাইটেরিয়া দিই, সেই অনুযায়ী যদি ১০০ দিনের কর্মীরা (পশ্চিমবঙ্গ শহরি রোজগার যোজনা প্রকল্প) উপযুক্ত হন, তারা অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। আলাদা ভাবে, ১০০ দিনের কর্মীদের এখানে অন্তর্ভুক্ত করার কোনও প্রেভারেন্স নেই। এছাড়াও তিনি আরও জানান, বর্তমানে জঞ্জাল সাফাই দফতরের কাজের নেচার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে এই দফতরের প্রতিটি কাজে অনেক মেশিনারির ব্যবহার রে।ছে, তবে কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে কর্মীদের আসা–যাওয়ায় বায়োমেট্রিক চালু হলে কর্মী সমস্যা মিটে যাবে।

কোভিড টিকায় অনীহা

নিজস্ব প্রতিনিধি : টিকাকরণে তরুণতরুণীদের অনীহা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে ১৪ মে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, কলকাতা পুর এলাকার ১৫ –১৭ বছর বয়সের স্টুডেন্টদের কোভিড টিকাকরণ সেটা ৫০ শতাংশ নিয়েছে।

অর্থা এই বয়সীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই এখনও কোভিড প্রতিষেধক টিকা নেয়নি। ১৭+ গ্রুপ সেটা প্রায় ৭৫ শতাংশ পেন্ডিং রয়েছে। অর্থা ১৭ – ১৮ বছর বয়সীদের ২৫ শতাংশ একাদশ – দ্বাদশ শ্রেণির স্টুডেন্ট কোভিড টিকা নিয়েছে।' মহানাগরিক এদের কাছে করজোড়ে কোভিড টিকা নিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আর বাদবাকি বুস্টার ডোজটাও দয়া করে নিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

আর ১–২ শতাংশ কলকাতাবাসী এখনও একটি ডোজও কোভিড টিকা নেননি। তাদের জন্য সমাজে আবার যাতে কোভিড ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য তাদের কাছেও মহানাগরিক অনুরোধ করেন এখন প্রতিটি পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সবরকম কোভিড টিকা কো–ভ্যাকসিন কোভিশিল্ড পাওয়া যাচ্ছে, শিশুদের কিশোরদের কোভিড টিকা আর প্রাপ্ত বয়স্কদের কোভিড টিকা শীঘ্রই প্রতিষেধক নিতে অনুরোধ করেন।

দন্ত চিকিৎসায় নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অধ্যাপক ঘোষ এবং তাঁর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি)–এর ছাত্রদের তৈরি স্টার্ট–আপ থেরানটিলাস সফলভাবে প্রমাণ করেছে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ব্যবহারে ন্যানো–আকারের রোবোর সাহায্যে দাঁতের নালির অতি গভীরে থাকা ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলা যায় এবং রুট ক্যানেল চিকিৎসায় এটিকে সফলভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।'অ্যাডভান্সড হেলথকেয়ার মেটিরিয়ালস'–এ প্রকাশিত সমীক্ষায়, গবেষকরা দেখিয়েছেন লোহার প্রলেপ দেওয়া সিলিকন ডাই অক্সাইড দিয়ে তৈরি হেলিকাল ন্যানোবট নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রের মাধ্যমে যেটি কম ক্ষমতা সম্পন্ন চৌম্বকীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এই ন্যানোবটগুলিকে এরপর তুলে ফেলা দাঁতের নমুনায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং এরপর ওই ন্যানোবটগুলির চলাচলে নজর রাখা হয় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। এর আগে বিজ্ঞানীরা আল্ট্রাসাউন্ড বা লেজার যন্ত্রের সাহায্যে শকওয়েভের মাধ্যমে জীবানু বা দাঁতের নোংরা বের করার চেষ্টা করত রুট ক্যানেল চিকিৎসায়। তবে, এই ব্যবস্থায় ৮০০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে দন্তনালি পরিষ্কার করা যেতো। ন্যানোবট ২০০০ মাইক্রোমিটার পথ পর্যন্ত দন্তনালির ভিতরে ঢুকতে পারে। ন্যানোবটের সাহায্যে তাপ সৃষ্টি করে দাঁতের ডাক্তাররা রুট ক্যানেল চিকিৎসা অনায়াসেই সাফল্য পাবে বলে গবেষকদল তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত, ন্যানোবট ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই ইঁদুরের দাঁত পরিষ্কার করেছেন এই গবেষকরা। পাশাপাশি, দন্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন যেটি মুখের ভিতর অনায়াসেই ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর সাহায্যে ন্যানোবটগুলি দাঁতের নালির ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় রুট ক্যানেল চিকিৎসার সময়। অধ্যাপক ঘোষের মতে, তিন বছর আগেই যেই পদ্ধতি দন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভূত আশার সঞ্চার করেছিল, সেটি আগামীতে দন্ত চিকিৎসকরা সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

ধর্মের অঙ্গনে কর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। সকলের অবগত এই বাক্যটি মুখে মুখে ফিরলেও সংগঠনের সমাজসেবার কাজেও সেই পার্বণই যে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেক প্রেরণা জোগায় তা বোধহয় বেহালার ডা. এ কে পাল রোডের শীতলাতলা সংঘশ্রী ক্লাবে না পৌঁছলে বোঝা যেতো না।

ছোটো থেকে বড়ো, মহিলা ও পুরুষদের নিয়ে পথচলা এই সংগঠনকে দীর্ঘ কোভিডের ঘোর কাটিয়ে উঠে আবার দেখা গেল ১৩৮২ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত শীতলা মন্দিরে পুজোর প্রাঙ্গণে। আগেই ব্যবহার করা পার্বণের সুরেই যেখানে মিলে মিশে অভিনন্দনের স্বর। ক্লাবের আধিকারিক ধনঞ্জয় রামুদামু, মঞ্জুশ্রী পাল, কার্তিক চন্দ্র হালদার, সলিল মৃধা, স্বপন হালদার, রিন্টু মিস্ত্রিসহ অন্যান্যরা সদস্যদের সংবর্ধনায় সংবর্ধিত হলেন স্থানীয় ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি পার্থ সরকার। পার্থ সরকার বলেন, এই সংগঠনের সামাজিক কাজের পূর্ব ইতিহাস তাকে আকৃষ্ট করে। পূজা প্রাঙ্গণে এহেন প্রাপক ও জ্ঞাপক সংগঠনের এরকম পারস্পরিক প্রশংসা যেন পার্বণের পরিবেশকে রঙিন করে তোলে। যদিও ইতিমধ্যেই পুরসংস্থা দ্বারা ঘোষিত ডেঙ্গুসহ অন্যান্য বিষয়ের ওপর সচেতনতামূলক কর্মসূচি গুলিকে সামনে রেখে তাদের সংগঠন এক মানবিক পূজার আঙিনায় হাজির হয়েছে বলে জানান এদিনের সঞ্চালক সুব্রত মিস্ত্রি।

বেঁচে থাকার বিশ্বাসে ইনটাইম

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ যেন চলার পথেই একদল বন্ধুর জড়ো হওয়ার সংকল্প। আর এই সংকল্পই যেন বার বার ছুঁয়ে যায় এক একটা অনুভবে। যা কখনো ধরা পড়েছে, এই একদল মানুষের তরফ থেকে আর্থিক ভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান, কখনো আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগে। আর এই মানবিক অনুভব গুলোর কথা শুনছিলাম, সেইসব সদস্যদের কাছ থেকে, যারা গর্ব অনুভব করেন।

তাদের খুব কাছের সংগঠন ইনটাইম' আয়োজিত এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে পাওয়া গেল

সংগঠনের সম্পাদক পঙ্কজ দত্ত, সভাপতি দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ সভাপতি স্বাগত চক্রবর্তীদের। ৫০ জন রক্তদাতার রক্তদান ছাড়াও ওই শিবিরে সাধারণ স্বাস্থ্য ও বিনাব্যয়ে চোখ পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও এই জেনে নেওয়া আর জানিয়ে দেওয়ার সংকল্পের মধ্যে আমরা জেনে নিলাম, ইনটাইমে'র বাৎসরিক বেশ কিছু প্রকল্পের কথা। আর তার মধ্যে যেটি উঠে এলো, সেটি হল আন্তরিকতার আশ্রয়। যেখানে স্নেহের ছটাঁয়া পায় নিষিদ্ধ পল্লীর অবহেলিতরা, আবার নিজের আত্মীয়কে কাছে পাওয়ার আনন্দে আনন্দিত হয় রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের আবাসিক শিক্ষার্থীরা। দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে অসহায় মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজেও অন্যান্য সদস্যদের মতো বিশ্বজিত চক্রবর্তী, স্নেহবিন্দু সরকার, প্রশান্ত কুমার হাজরা, স্বপন দেবনাথ, লতা সাহাদের সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন পঙ্কজ দত্ত। এই শিবির থেকে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ছবিটিই যেন বলে দেয়, জীবনে বেঁচে থাকার বিশ্বাসে আবারও শ্বাস জোগায় ইনটাইম'।

লেন্স বার্তা

পার্কে হকার প্রবেশ নিষেধ,অগত্যা ফুটপাত দখল।

আদি গঙ্গায় চলছে ভরা জোয়ার,তারই সাথে চলছে জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ

খাদ্য আসল হলেও, খাদক নকল। ছবি : অভিজিৎ কর

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধে কলকাতা প্রেস ক্লাবে কর্মশালা। উদ্যোক্তা – ইন্ডিয়ান স্কুল অফ ক্রিটিক্যাল হ্যাকিং। ছবি : বরুণ মণ্ডল

এখানে ওখানে

রাজা সুবোধ মল্লিক ঘোষ

১৭৩৭ সালের বিধ্বংসী কলকাতায় ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ব্যাপারীটোলা অঞ্চলে গঙ্গা থেকে একটা বজরা এসে আটকে যায় আজকের ক্রিক রো–র জায়গায় থাকা খাঁড়িতে। লটারী কমিটির উদ্যোগে এই খাল ভরাট করা হয়। এবং ১৮২০ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ার হিসাবে জায়গাটি পরিচিত হয়। যার পরবর্তী সময়ে নাম হয় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। রাজা সুবোধ মল্লিক (জন্ম : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ – মৃত্যু : ১৪ নভেম্বর ১৯২০) কলকাতা পটলডাঙা নিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ সহযোগী ছিলেন ও বন্দেমাতরম পত্রিকা প্রকাশের জন্য বসতবাড়ি দান করেন। তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করেন।

দেশবাসী উল্লসিত হয়ে তাঁকে রাজা উপাধি দেন। গুরুত্ব : এখানে ১৯১৭ সালে ৩২তম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে, যেখানে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট অ্যানি বেসান্ত সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর, জাতীয় কংগ্রেসের ৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই উদ্যানে জিমনাস্টিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

তথ্য সূত্র : কলকাতা পুরসংস্থা

ক্যানভাসে রঙ ছাড়া রঙিন ছবি

সারে জঁহা সে আচ্ছা হিন্দোসিতাঁ হামারা হম বুলবুলে হ্যাঁয় ইসকী ইয়ে গুলিস্তা হামারা। প্রাণবন্ত গানের মাধ্যমে ইন্ডিয়া আর্ট গ্যালারির উদ্যোগে দ্বিতীয় বর্ষের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। রবিবার ১৫ মে আইসিসিআর গ্যালারিতে। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন শ্যামসুন্দর জুয়েলার্স কোম্পানির কর্ণধার রূপক সাহা, শিল্পী ও সংগঠন মেহতাব মোল্লা, দেবজ্যোতি মিশ্র, দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী, কোলাজ সম্রাট তপন সাহা সহ বিশিষ্ট গুণীজনেরা। চারদিনের এই শিল্পকলায় প্রায় হাজার চিত্র ও

ভাস্কর্য এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়। এখানে ছবি ছিল অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, এমএফ হুসেন, চিত্রকর ওয়াসিম কাপুর–এর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের সাথে খাস মহানগরীতে এক সুন্দর মেল বন্ধনের সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে উল্লেখ্য কোলাজ সম্রাট তপন সাহার রং ছাড়া রঙিন ছবি। সমুদ্র সৈকতে নুলিয়ারা নৌকা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর শিল্প কৃতী শুধুমাত্র বাংলায় নয় সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে। খবরের কাগজ হাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সৃষ্টি নিমগ্নতায় ডুবে যান তিনি। শিল্পীর মৃত্যু হয়, কিন্তু শিল্পের নয় যেটি আর একবার প্রমাণ করে দিল এই নিবেদন।

তথ্য ও ছবি : মলয় সুর

রিকশা বাগান

শহরের বুকে মোটরচালিত টোটো রিকশা রয়েছে অনেক। কিন্তু এ রিকশা সবার থেকে আলাদা। পুরো টোটোরিকশায় রয়েছে গাঁদা, বেঙ্গালুরু জবা, পুনে ও অস্ট্রেলিয়া জবা, টাইমফুল, নয়নতারা, বনসাই, ক্যাকটাস, স্থলপদ্ম। মনে হবে যেন এক ফালি বাগান। এই বাগান রিকশার সারথির নাম শ্যামলী দাম। হুগলির ভদ্রেশ্বর স্টেশন রোডে, ১৫ পল্লির মোড়ে টোটো রিকশার উপর ফুলের দোকান সাজিয়ে বিক্রি করছেন। শ্যামলীর বাড়ি ভদ্রেশ্বর বাণীপল্লি। এ প্রসঙ্গে তার কথায়, লকডাউনের সময় সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের টোটো রিকশাতেই ফুলের চারা বিক্রি করব। করোনা পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হতেই রিকশাতেই বানিয়ে ফেললেন আস্ত একটা বাগান। যাদের ফুল গাছের শখ তারা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

ছবি : শ্যামল চক্রবর্তী।

দ্যুতিমানের কোলাজ

বালিগঞ্জের ট্রাইব ক্যাফেতে হাওড়ার সিটি পুলিশের ডিসিপি হেডকোয়ার্টার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের কিছু কোলাজ প্রদর্শিত হচ্ছে মে মাস

জুড়ে। পুলিশের কর্মকাণ্ডের মধ্যেও দ্যুতিমানবাবু আঁকা ও লেখালেখিতে যেমন পারদর্শী তেমন কোলাজেও হাত পাকিয়েছেন তিনি, কোলাজের প্রদর্শনী এই প্রথম। তিনি বলেন, যে কোনও কাজকে ভালো লাগলে ঠিক সময় বেরিয়ে আসে। তাই তুমুল কাজের চাপের পরে এগুলো আমার অবসর কাটানোর মাধ্যম। অপরাধ দমন করার সাথে সাথে বিভিন্ন ম্যাগাজিন কাগজেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে রাখতে হয় কোলাজ করবার জিনিস খুঁজে বার করবার জন্য। মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথের পুরনো ম্যাগাজিনের দোকানেও উঁকি মারতে হয়। দ্যুতিমানবাবুর এই শৈল্পিক সত্ত্বা তাঁর পেশার কঠোরতাকে যেন মসৃণ করে দেয়।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

হাজা

দুই আঙুলের ফাঁকে যেখানে হাজা হয় সেখানে কাপাস তুলো অথবা সুতির ন্যাকড়া রাতে শোবার আগে গুঁজে রাখুন। সকাল হলে দেখা যাবে তুলে বা ন্যাকড়া ভিজে অবস্থায় থাকে। ওই ভিজে বস্তুটি ফেলে পুনরায় রাতে শুকনো তুলো কিংবা সুতির ন্যাকড়া গুঁজে দিন। হাজা রাতের বেলা অন্ধকারে বৃদ্ধি পায়। ওই শুকনো ন্যাকড়া বা তুলো জলভাগ টেনে নেওয়ার হাজার বাড় বাড়ন্ত নষ্ট হয়ে যায়। হাজা কমে যাবে। এ কাজে কোনো রকম মলম লাগানো চলবে না।

ক্র্যাম্প

শরীরের যে কোন অংশে ক্র্যাম্প ধরলে ডান হাতের তর্জনীর ১৫/১৬ এবং বুড়ো আঙ্গুলের ১৯/২০ করের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে ঘড়ির কাটার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষুন। বাঁ হাতে তর্জনী ও বুড়ো আঙুলও অনুরূপভাবে এক সাথে ঘষতে থাকুন ১ মিনিটের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবেন।

পায়ে ব্যাথা

চেয়ারে বসে কাঠের রোলারের ওপর প্রতিদিন দু–তিন মিনিট পা ঘষুন।

শ্বাসকষ্ট

চিত্র অনুসারে পিঠের বিন্দুগুলিতে চাপ দিন এবং যেভাবে ছবিতে দেখানো হয়েছে সেভাবে বুকে ঘষুন।

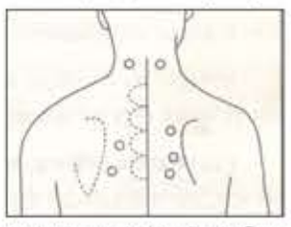

যথা সম্ভব দ্রুত ছোট ছোট শ্বাস নিন। একটু ভালো বোধ করলে দীর্ঘশ্বাস দ্বারা প্রাণায়াম করুন। বারে বারে ডান ও বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস নিন। অন্তত ১০–২০ বার এরকম করুন। কপাল ভাতি ও ভস্ত্রিকাসন করুন। হৃদযন্ত্রের ধমনী অবরোধের জন্য

এমন হতে পারে। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নীচে হৃদযন্ত্রের বিন্দুতে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করুন, যদি ব্যাথা হয় তাহলে হৃদযন্ত্রের চিকিৎসা করান।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

নাটকের পীঠস্থান মুক্তাঙ্গন

কৃষ্ণচন্দ্র দে

দক্ষিণ কলকাতার শৌভনিক নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা কাল ১৯৫৭ সালের ১ মে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দেরা ছিলেন বীরেশ মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস, মমতা চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মিত্র, সুব্রত সেনশর্মা, নিমু ভৌমিক প্রমুখেরা। প্রথম সভাপতি ছিলেন মঞ্চ ও চিত্র জগতের খ্যাতনামা শিল্পী কমল মিত্র। সম্ভবত 'রাহুমুক্ত যাত্রা' নাটক দিয়ে শৌভনিকের যাত্রা শুরু। তারপর বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে 'গোর্কির মা'। ১৫ জুলাই ১৯৫৭ সালে পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফের আমন্ত্রণে মিনার্ভা থিয়েটার হলে প্রথম অভিনিত হয় 'গোর্কির মা'।

১৯৬০ সালে ওদের নিজস্ব রঙ্গালয় মুক্ত অঙ্গন প্রতিষ্ঠার পর সম্ভবত ৭ ডিসেম্বর থেকে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবারে এবং ছুটির দিনে নিয়মিত এই নাটকের অভিনয় চলতো। অপেশাদার দল হিসাবে সর্বপ্রথম নিয়মিত অভিনয় করার কৃতিত্ব শৌভনিক দাবি করতেই পারে।

১৯৬০ সালের ২৭ নভেম্বর প্রমোদ লাহিড়ী মহাশয়ের আনুকূল্যে ১২৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে মুক্তঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা হল। দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী।

লিয়েবেদভ্ দিবসে যে নাট্যমঞ্চের শুভ সূচনা হলো মাত্র ছয় বছরের মধ্যে ২২ মে ১৯৬৬ সালে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে রঙ্গালয়টি পুড়ে যায়। শৌভনিকের সদস্যরা পরের দিন থেকেই খোলা আকাশের নীচে মারাপ বেঁধে বর্তমান ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের সামনে অভিনয় শুরু করে দেন। নাটকের প্রতি ডেডিকেশন, লড়াকু মনোভাব শৌভনিকের প্রতি সম্ভ্রম জাগায়। এই দুর্দিনে পথ ও মতের বিভেদ ভুলে বড়ো ছোট গ্রুপ থিয়েটারগুলি শৌভনিককে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। পরবর্তীকালে নাট্য ব্যক্তিত্বরা তালা হাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলতেও কসুর করেন নি। সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় বর্তমান মঞ্চটি তৈরি হয়। শৌভনিক নয় নয় করে এযাবৎ প্রায় পঁচাত্তরটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। মুক্তাঙ্গনে একসময় নামী অনামী প্রায় প্রতিটি গ্রুপ থিয়েটারই অভিনয় করেছেন। সাদা মাটা অনাড়ম্বর মঞ্চে সেকালে লোকে লাইন দিয়ে ২ টাকা তিন টাকা টিকিট কিনে নানা দলের নাটক দেখতো। সে তো এখন প্রায় ইতিহাস।

কিছুদিন আগে শৌভনিক তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছে এবং ওই মহোৎসবে নান্দীকার 'নানা রঙের দিনগুলি' মঞ্চস্থ করেছিলেন। অভিনয়ের শেষে রুদ্রপ্রসাদ বড় আবেগ তাড়িত কণ্ঠে বলেন এই মঞ্চ আমাদের মতো নাটকর্মীদের কাছে এক নস্টালজিয়া। এই মঞ্চের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ব্যস্ ওই পর্যন্তই। এমপি গ্রান্টের টাকাও ফেরত চলে গেছে বাড়িওয়ালীর অসহযোগিতায়। কারও মনে তেমন হেলদোল দেখতে পাইনি যাদের পদধূলিতে মুক্তাঙ্গন ধন্য হয়ে আছে সেদিকে একটু আলোকপাত করতে চাই। 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর একশো রজনীতে স্মারক উৎসবে বাদল সরকার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শম্ভু মিত্র মহাশয়ের হাত দিয়ে স্মারক বাদল বাবুর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়া যারা এসেছেন তাদের মধ্যে চর্তুমুখএর অসীম চক্রবর্তী, সখিক্ষণ এর ইন্দুমতি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, উৎপল দত্ত, সবিতাব্রত দত্ত, সন্তোষ দত্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জী, শ্যামল সেন, শ্যামল ঘোষ, গণেশ মুখার্জী, শোভা সেন, সমীর মজুমদার, বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখার্জী, প্রতিভা অগ্রবাল, মনোজ মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (পিএলটি), রমাপ্রসাদ বণিক, তরুণকুমার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অরুণ মুখার্জী, তরুন মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, শমিতা বিশ্বাস, উত্তমকুমার এবং সর্বশ্রী সত্যজিৎ রায়। আর যারা এখানে নিয়মিত আসতেন তারা হলেন সৌমিন চট্টোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত, কালী ব্যানার্জী, অসিত বরণ, মন্মথ রায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, পিসি সরকার এবং ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জোছন দস্তিদার, মায়া ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, রবি ঘোষ, অঞ্জন দত্ত, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত,মেঘনাদ ভট্টাচার্য এবং সর্বোপরি বিজন ভট্টাচার্য এখানে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। সত্যজিৎ রায় অজিতেশ বাবুর মঞ্জরী আমের মঞ্জরী নাটকটি দেখতে মুক্তাঙ্গণে আসেন এবং অভিনয় শেষে সতরঞ্জি পেতে বসে অজিতেশ বাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং এখানে বসেই গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে চিন্ময় রায়ের পদার্পণ পাকা হয়েছিল।

সুরেশ দত্ত, খালেদ চৌধুরী মঞ্চসজ্জার কাজ করেছেন এবং তাপস সেন, কণিষ্ক সেন আলোক সম্পাতের দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন। এছাড়া সলিল দত্ত, সলিল সেন, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, অজয় কর, তপন সিনহা, অরুন্ধতী দেবী, দিলীপ রায়, পিযূস বসু, এন বিশ্বনাথন প্রমুখেরা নিয়মিত মুক্তাঙ্গণে আসতেন।

বর্তমান সময়ের অনেকেই মুক্তাঙ্গণের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেন তাদের মধ্যে অশোক বিশ্বনাথন, সুমন মুখার্জী, কৌশিক সেন, চিত্রা সেন, স্বাতীলেখাদি, গৌতম হালদার, রাজা ভট্টাচার্য, সীমা মুখার্জী, উৎসব দাস, অভিজিৎ করগুপ্ত, কল্যাণ সেন বরাট, কমল সাহা, দেবাশিস মজুমদার, সোহাগ সেন, রঞ্জন গাঙ্গুলি এবং সমর মিত্র অগ্রগণ্য। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিয়মিত যাতায়াত করেন।

বর্তমানে সময় বদলের সাথে সাথে কালের নিয়মে সবকিছুই হয়ত বদলে যায়। মানুষ এখন এমনিতেই থিয়েটার বিমুখ। দর্শকরা নাটক দেখতে আর মুক্তাঙ্গনকে তালিকায় রাখেন না।

বিশেষ প্রতিবেদন

আকাদেমি কিংবা অন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলের দিকেই দৌড়ান। তথ্য সংগ্রহের জন্য মুক্তাঙ্গণে বসে চন্দন দাশের সঙ্গে কথা বলছিলাম, চন্দন দুঃখ করে বলছিল কি কষ্ট করেই না মুক্তাঙ্গন পুনর্নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেকে টাকা দিয়েছেন, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহটির ব্যয় নির্বাহের জন্য এমপি ফান্ডের টাকা ফেরত চলে গেল জমির স্বত্বাধিকারী নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য। অতিকষ্টে তারা সব কিছু চালাচ্ছে। হল ভাড়া থেকে যা কিছু পাওয়া যায় তা থেকে সঙ্কুলান করা যাচ্ছে না। কয়েকজন স্থায়ী কর্মীর বেতন ও নিজেদের পকেট থেকেই মিটিয়ে দিতে হয়। বর্ষাকালটা তো মঞ্চ ভাড়াও দেওয়া যায় না। বৃষ্টি হলে টিনের ফাক গলে ক্রমাগত জল পড়ে। তবুও চন্দনেরা মাটি কামড়ে পড়ে আছে। আশায় দিন গুনছে যদি কখনও শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, নাট্য মোদী কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। লড়াইটা চালিয়ে যেতে চাই।

গণনাট্য সংঘ বা নব নাট্য আন্দোলন যার নিউক্লিয়াসই আজকের গ্রুপ থিয়েটার দলগুলি, তারা যে ধরনের নাটক করেন তাদের জন্য দক্ষিণ কলকাতার মুক্তঅঙ্গণ একটা সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

নিজস্ব মঞ্চে ধারাবাহিকভাবে পাঁচ দশকেরও বেশি নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয়।

মুক্তাঙ্গন অন্য ধারার থিয়েটার আন্দোলনের এক বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত সৈনিক। রুদ্রপ্রসাদথেকে শুরু করে বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, ঊষা গাঙ্গুলী, অশোক মুখার্জী, দেবাশিস মজুমদার, চন্দন সেন,অরুণ মুখার্জী সকলেই এই মঞ্চের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা প্রত্যেকেই এই মঞ্চের পূর্নজীবন চান একথা ঠিক, কিন্তু নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কিছু করবেন বলে মনে হয়নি। চন্দন দ্বারে দ্বারে ছুটে বেড়িয়েও কিছু সুরাহা করতে পারেনি। এখন দরকার সরকারি হস্তক্ষেপের। একমাত্র সরকারী হস্তক্ষেপই এই জট ছাড়াতে বেশ কিছুটা সফল হবে বলে আশা করছি।

দক্ষিণ কলকাতার এই নাটকের পীঠস্থানটি রক্ষা করা সরকারের নৈতিক দায়িত্বও বটে। যেমন করে স্টার পূর্ণজীবিত হয়েছিল মেয়র সুব্রত মুখার্জীর উদ্যোগে। বর্তমান মেয়র একবার ভেবে দেখবেন কী?

তমাল রায়চৌধুরী : আমরা চাই মুক্তাঙ্গন নতুন ভাবে সেজে উঠুক। সরকারী হস্তক্ষেপ জরুরি, ভীষণ ভজগট ব্যাপার হয়ে আছে।

দেবশংকর হালদার : হলে তো ভালই হয়। দক্ষিণ কলকাতার বুকে আর একটি মঞ্চ যদি থিয়েটারের উপযোগী হয়ে ওঠে নাট্যদলগুলির কাছে একটা সুখবর তো বটেই। সবার পক্ষে তো আকাদেমীতে অভিনয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে ঘন্টাটা বাঁধবে কে?

কমল সাহা (নাট্যকোষ পরিষদ) : ওদের বাড়িওয়ালীর সঙ্গে বসে আপোষে মিটমাট করে নেওয়া উচিত। না হলে নোঅবজেকসন পাওয়া যাবে না। আর সেটা না পেলে করপোরেশন বা অন্য কোনও দফতর কি করবে। আর সরকারী অধিগ্রহণ বোধ হয় সম্ভব কিনা জানিনা। তবে সকল নাট্যদলকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয় উচিত।

নিমুদা : ১ মে ২৭ নভেম্বর এই দুই দিন নিজের থেকে যাই। চন্দন এখন সম কিছু দেখাশোনা করছে, ও কিছু জানায় না। পান্না যতদিন বেঁচেছিল ও একটু যোগাযোগ রাখতো ও মারা যাবার পর আর কেউ যোগাযোগ রাখে না। সবই এখন ভেস্টেড ইন্টারেস্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের আর কে মনে রাখে, অথচ আমি একজন এবং মাত্র ফাউন্ডার মেম্বার যে বেঁচে আছি, দুঃখ হয় মঞ্চটার দিকে তাকালে। আমার তো আর কী করণীয় আছে বলুন।

সমর মিত্র : মুক্তাঙ্গণে আমার মাঝে মধ্যে যাতায়াত আছে। কোন কোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলে যাই। চন্দন দাশ এখন সব কিছু দেখাশোনা করে। ওদের ভিতরকারকথা আমি ঠিক জানিনা। কেউ আমাকে কোনওদিন বলেনি। তবে লোক মুখে শুনতে পাই ওদের কিছু গ্রান্ট এসেছিল কিন্তু দূরদর্শিতার অভাবে ফেরত চলে গেছে। সার্বিকভাবে এটা ক্ষতিই হল। ওদের সরকারের কাছে আবেদন করা উচিত। কোন কর্পোরেট দুনিয়া এখানে টাকা ঢালতে আসবে বলে মনে হয় না।

দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জী (সদস্য সচিব নাট্য আকাদেমি) বলেন ব্যক্তিগত মালিকাধীন সম্পত্তিতে দাঁত ফোটানো খুব মুশকিল। যে এমপি বা এমএলএ টাকা দিয়েছিলেন যদি তা সরকার পক্ষের হন তাহলে তাকে মবিলাইজ করুন যেন মুক্তাঙ্গনকে হেরিটেজ ডিক্লেয়ার করে অধিগ্রহণ করা হয়। সরকার ইচ্ছা করলেই এটা করতে পারে ব্যক্তিগত মালিকাধীন হলেও। সরকারের একটা দায়বদ্ধতা আছে। আপনি কিছু করতে পারেন? শুনে হেসেই ফেললেন, বললেন– কোনও লাভ হবে না। আমি কিছু করতে গেলে আমাকে সেই নবান্নে ফাইল পাঠাতে হবে। ফাইলে আবার ধুলো জমবে।

কবিতা

বিকল
অণিমা বিশ্বাস

প্রথম প্রথম অভিমানগুলোকে
খুচরো পয়সার মত জমাতাম মনের ঘটে
নাড়ালে বাজতো একটা দুটো অভিমানের পয়সা
বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টাও করতো
হা হুতাশ বা কোনটা চোখের জল হয়ে।

এখন সবগুলো ঠাসাঠাসি করে
পাথরে পরিণত হয়েছে
হৃদয় থেকে বের হয় না
শুধু হৃদযন্ত্রকে বিকল করে।
(অশোকনগর, কল–৪০)

পথপ্রান্তে
সনত দে

পথপ্রান্ত, রোদ্দুর, ঝরাপাতা
নিজস্ব রূপে – আশ্চর্য !
একটি ঝরাপাতা হাতে নিয়ে
স্মরণ করলাম তোমাকে।
(দাশপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী)

ইচ্ছে
জয়দেব বোস

ইচ্ছে করে,
তোর .... ইচ্ছে হয়ে থাকতে।
ইচ্ছে করে,
তোর .... বক্ষ মাঝে বাঁধা পড়ে থাকতে।
ইচ্ছে করে,
তোর .... কালো কেশে খোঁপা হয়ে থাকতে।
ইচ্ছে করে,
তোর .... গোলাপী ঠোঁটের আলতো পরশে ঢাকতে।
(হরিদেবপুর, কল–৮২)

অনুভব
পাপিয়া দে (দাস)

হৃদয়ের বোঝাপড়ায় ক্লান্ত হলে
সবার অলক্ষ্যে মনটা দ্বন্দ্বে।
ব্যস্ততায় ভাবনায় হাত ধরাধরিতে
নিজেকে খোঁজে অন্য ছন্দে।
(বেলগাছিয়া, কলকাতা–৩৭)

এ কোন সমাজ
সঞ্জয় কুমার নন্দী

দ্যাখো – পৃথিবী কাঁদছে !
তোমরা কি শুনতে পাও তার কান্না ?
ফিস্ ফিস্ রবে বলছে – আর পা রি না
কলুষিত সমাজে অ–পবিত্র কর্ম
ছেয়েছে চতুর্দিক, এটাই কি ধর্ম ?
কোথায় স্বাধীনতা !
পরাধীনতার শৃঙ্খল আজও মুচকি হাসে
থেকে গেছে সেই কিশলয় –
জ্ঞাত–অজ্ঞাত কচি দুটি হাত বাড়ায়
হিম–ঝরা নরম দুর্বাঘাসে।
(দঃ শুঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)

অজানা
অভিনন্দন মাইতি

নামের পাশে জুড়ে যায় তর্ক
চিহ্নিত অবয়বে ঘোরে ফেরে একটা মানুষ

অভিমুখে সবাই ছুটলেও, সে হাঁটে একটু তফাতে
এটাই অপরাধ
ফিঙে উড়ে যায় দূরে
শেকড়ের ভাঁজে গড়ায় ঘাস
দৃশ্যায়িত জগত শুধু ছায়াময় করে
চেয়ে বাড়ে মায়া
বেদম ছোটা আর ছোটা
হাঁটু উপচি ধূলোর মানুষ একটা একটা ফুল কুড়োয়
কবে মালা গাঁথবে সেও জানে না।
(কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা)

ঘুঙুরের শব্দ
নির্মল কুমার প্রধান

নির্জন রাত – নিস্তব্ধতার ভাঁজে ভাঁজে
শুনসান বাঁশির নিঃশব্দ ঝঙ্কার
বাতাসের চলা থামা, নদীর ঝিরঝির্ বাঁক ঘোরা
জলা–নেভা জোনাকির অনবরত খেলায়
সঙ্গ দিয়েছিল হালকা ভারী ঘুঙুরের শব্দ।

পোড়ো বাড়ির পলে পলে খিলখিল হাসির
ঢেউ তুলে আসা অসম্ভব শিহরণ,
অদূরের দেওয়ালে প্রত্ন মূর্তির নৃত্যভঙ্গিমা
মন কেড়ে নিয়েছিল অজান্তে,
তবুও যেন কি একটা ভয় গভীরতা জুড়ে।

সেই ছুমছুম শব্দ, ফুলের গন্ধ,
কখনো বা ঠুনঠুন কাঁকনের সুমিষ্ট ধ্বনি
মনকে ভরে দিয়েছিল স্বপ্নে,
আমার গা ছমছম্ করলে ও শুনতে চাই –
অনাহূত ঘুঙুরের অনাবিল ছন্দধ্বনি।
(কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

যাওয়া
সুশান্ত সেন

কবিরা পই পই করে বলে দিয়েছিল
কোথায় কোথায় যেতে হবে
আবার কোথায় কোথায় কোন সময়ে যাত্রা নাস্তি।
সেইমত হিসেব নিকেশ করে
নানা অঙ্ক কষে যাত্রা শুরু হল
আর বেশ কিছু সংখ্যা গরিষ্ঠ
'বেশ বেশ' বলে প্রশংসা করল
তখন শয্যা–তুলুনির টাকা
জোগাড়ের জন্য হৈ হৈ রৈ রৈ
মার মার কাণ্ড
এবং পিচকিরি দিয়ে রঙ ছিটিয়ে
অবিশ্রান্ত নানা রঙে
রাঙিয়ে দেওয়া হল আকাশ।
এদিকে শুভ গান গাইতে পারবে না বলে
এক দাঁড়ি–বজরা ছেড়ে দিয়েছে
সেই বজরা এগিয়ে চলেছে
অমোঘ নিয়মে প্রতিদিন।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারা
কান্নার মত ঝরে পড়ছে পাহাড়ে।
(কলকাতা –২০)

দরজা সব জ্যাম
সন্ধ্যা ধাড়া

এখন উঠতে গেলে দোতলা তিনতলা
সিঁড়ির দরজা সব জ্যাম
শুধু একের পর এক দাঁড়ানো
বোতামের ভারেই পথ চলা –
সময় এখন দুঃখের পিলসুজে
পুড়তে পুড়তে পর্ণগ্রাফি দলিল সে যে
এখন উঠতে গেলে জীবন ঝুলে থাকে,
জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো।
(ইছাপুর, দেবীতলা, উঃ২৪ পরগণা)

জীবন
বিক্রমজিত ঘোষ

জীবনে কোনকিছুই চিরস্থায়ী হয় না
হারিয়ে যায় পৃথিবীর কোণায় কোণায়
তারা আর ফিরে আসে না
কত জানা কথা হারিয়ে যায়
অজানার মাঝে –
হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুই
জীবনে আনে দুঃখ, আনে বেদনা
আমরা অনেক কিছুই ফিরে পেতে চাই
কখনও পাই, কখনও পাই না –
জীবন চলে জীবনের পথে
চলে সময়ের কাঁটা ঘোরার সাথে।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

গোধূলি বেলায়
সীতারাম ভকত

রোজ গোধূলি বেলায়
পিচ ঢালা পথ ধরে চলি নিরালায়,
তখন আকাশ পারে আঁধার ঘনায়ে আসে
ছায়া নামে গ্রামের সীমায়।
বলাকার সারি ঐ আকাশের গায়
নীড়ে ফিরে যায় আর ইতিউতি চায়,
নিরজনে বসে বসে ভাবনায় ও হরষে
কাব্য লিখে কবি কত ইশারায়
রক্তিম গোধূলির দিগন্ত রেখায়
সবুজ বনানী লাল হয়ে যায়
বসে বসে ভাবে মন, হয়ে যায় উন্মন
কল্পনার রঙ কত লাগে চেতনায়।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

ভালোবাসা
কানাই লাল সাহু

মেয়েটি,
ভাল বেসেছিল, প্রেমের জন্য নয়।
কেবলই,
প্রেমের ভান করেছিল,
শুধু এক ফোঁটা,
রক্তের প্রয়োজনে, বাঁচার জন্যে।
(দীনেশ পল্লী, কল–৯৩)

থামাচাপা
কৌশিক শীল

মনের ছবি প্রকাশ মুখে
অনুভূতিময় দুখে সুখে।
আজব রাজার গজব দেশ
মুখের উপর আদল বেশ।
নানা রকমের প্রতিকৃতি
ইচ্ছে মতন রূপ আকৃতি।
অনুভবের জোয়ার মাপা
আসল থাকে ধামাচাপা।
(বেলগাছিয়া, কলকাতা–৩৭)

প্রাকৃতিক ভারসাম্য
মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছ থাকবে জল থাকবে, থাকবে পশু পাখি
প্রকৃতিও বলবে তখন আয় না বুকে রাখি।
না লাগিয়ে গাছ কাটলে, বিপদ হবে ভারি
কাজ হবে কি না বুঝিয়ে ক'রে আইন জারি ?
জলের আকাল হ'লে পরে মরবে সব প্রাণী
তলিয়ে তাই ভাবতে হবে বসে একটুখানি।
জীবজন্তু পাখপাখালির প্রয়োজনও খুব
এই বিষয়েও জনে জনে দিতেও হবে ডুব।
ভারসাম্যে চললে পরে বিপদ হবে দূর
তাল ছন্দে থাকলে সবে কাটবে নাকো সুর।
(কোন্নগর, হুগলী)

ফেরা
বিমান কুমার দত্ত

পেটে জ্বলছে আগুন
বাসী উনানে এক রাশ ছাই
জোর কদমে পথ হাঁটে
মাথায় খড়ির বোঝার উপর – শাকের আঁটি।
সঙ্গে হাঁটছে ছোট্ট মেয়ে
তার হাতে খুদের পুটুলি
চল মা পা চালিয়ে চল
কষ্টের জীবন ছায়া হয়ে – পিছন পিছন হাঁটে
অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে ফেরা
শুধু পোড়া পেটের টানে।
(কৃষ্ণগঞ্জ, বেনেপাড়া, নদীয়া)

সুন্দরবন উজ্জীবন উৎসব

উজ্জ্বল সরদার : সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘ, কুমীর, কামটে আক্রান্ত পরিবারের সহায়তায় দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে চলেছে সুন্দরবন টাইগার উইডো ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এটি সুন্দরবনাঞ্চলের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ কল্যাণমূকল একটি সংস্থা। প্রতি বছর সুন্দরবনের মূলত গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপের অসহায় দুঃস্থ মানুষের কাছে কিছু বিশেষ উপহার পৌঁছে দিতে তারা তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই বছর তাদের আয়োজন তৃতীয় বর্ষের। গত ১৩ ও ১৪ মে গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া হাই স্কুল মাঠে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের দুই দিনেই অঙ্কন, আবৃত্তি, ক্যুইজ, সংগীত, নৃত্য

প্রতিযোগিতায় দ্বীপাঞ্চলের বহু ছাত্র ছাত্রী যোগদান করেছিল। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন সুন্দরবনের বিশিষ্ট শিক্ষক সুকুমার পয়রা, বারুইপুর মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষা আধিকারিক কাকলী ঘোষ, ব্যায়ামবীদ অসিত আইচ, বিশিষ্ট লেখক রাজশেখর আইচ প্রমুখ।

পদ্মশ্রী তুষার কাঞ্জিলালের টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভলপমেন্ট সংগঠনের বিশেষ সহায়তায় অনুষ্ঠানটি অনন্য মাত্রা লাভ করে। অনুষ্ঠানের শেষ দিন বাঘ, কামট ও কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত ব্যাক্তির পরিবারের হাতে উপহার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি সুন্দরবনের পাঁচজন সাহসী ব্যাক্তি যারা সাম্প্রতিক সময়ে বাঘের সাথে লড়াই করে প্রাণে ফিরে এসেছেন তাদেরকে। সুন্দরবন টাইগার উইডো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অসীম গায়েন একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, সুন্দরবন এলাকায় বাঘের দ্বারা আক্রান্ত ব্যাক্তির পরিবার যাতে সরকারি আর্থিক সহযোগিতা পায় বা ওই পরিবারের সদস্যদের যাতে বনে যেতে না হয় তার জন্য সংস্থার মাধ্যমে কাজের ব্যবস্থা করা। যে সকল জঙ্গলজীবী মানুষ সুন্দরবনের বাঘ, কামট, কুমিরের আক্রমণে প্রতিবন্ধী তাদের সরকারি সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যও আমরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই উজ্জীবন উৎসব হল আমাদের সকলের বার্ষিক মিলন উৎসব। প্রতি বছর শীতকালে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও এই বছর করোনা অতিমারির জন্য আমরা তা আয়োজন করে উঠতে পারি নি, তাই একটু পিছিয়ে এই সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমন উদ্যোগে গ্রামের মানুষ যথেষ্ট খুশি।

তরুণ দলের রবীন্দ্র–সন্ধ্যা উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ মে ২০২২ শনিবার তরুণ দলের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১ তম জন্মদিবস পালিত হল। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন বন্দনা দত্ত। এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় প্রাধান্য ছিল শিশু–কিশোর অংশগ্রহণকারীদের। প্রথম পর্বে প্রায় ২০ জন কিশোর–কিশোরী ও ক্ষুদে শিল্পীদের আবৃত্তি, গান ও নাচে অচিরেই জমে উঠল এই স্মরণ সন্ধ্যা। গান পরিবেশন করল সৃজন সিনহা, অদ্রিজা রায়, শ্রীজা চক্রবর্তী, শরণ্য দত্ত প্রমুখ। দুটি নাচের অনুষ্ঠানে উৎসা মুখার্জী ও অদ্রিজা বিশ্বাসের চমতকার উপস্থাপনা সকলকে আবিষ্ট করে। আবৃত্তি করল অহনা পাল, মিহিকা চক্রবর্তী,সৃজন মহলদার, ঈশান

শাসমল, আশনা চক্রবর্তী, প্রভা দত্ত, তোর্সা নাহা দেবাত্রিয় বিশ্বাস, আত্রেয় বিশ্বাস আরও অনেকে। এই পর্বের সঞ্চালনায় ছিলেন তরুণ দলের পত্রিকা তারুণ্য–র সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল।

পরবর্তী পর্বে রবীন্দ্র–গানে অংশ নিলেন রীতা বোস, মালা চন্দ, মিনু প্রধান মণ্ডল, বন্দনা দত্ত, বাবুরাম কর্মকার, শ্যামল বিশ্বাস, তিলক ভট্টাচার্য ও বিজয় দাস। আবৃত্তি পরিবেশন করলেন, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, দীপন সেনগুপ্ত। স্বরচিত গানে/কবিতায় কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন সুজিত দেবনাথ, কানাই লাল সাহু, বিজন চন্দ প্রমুখ।

দ্বিতীয় পর্বের সঞ্চালনার ভার নিয়েছিলেন কমলিকা রায় দত্ত। এদিনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তরুণ দলের সভাপতি সুশান্ত বোস, সম্পাদক দিলীপ রায়, সাংস্কৃতিক শাখা–সম্পাদক শেখর দত্ত ও অন্যান্য ক্লাব–সদস্য ও এলাকার বহু মানুষ হাজির ছিলেন।

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611

টমাস কাপে জয় বলছে ব্যাডমিন্টনে স্বর্ণযুগ ভারতের

অরিঞ্জয় মিত্র : লক্ষ্য সেন ও কিদম্বি শ্রীকান্ত-এর জোড়া সিঙ্গলস জয়ের পর কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে ভারত। ডবলসে সাত্ত্বিক সাইরাজ ও চিরাগ শেট্টির জয়ের পর তা কার্যত উল্লাসের টাইফুনে পরিণত হয়। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে বৌদ্ধবারের চ্যাম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়াকে ৩-০ উড়িয়ে দিয়ে প্রথমবারের জন্য ব্যাডমিন্টনের অলিখিত চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিল ভারত। বস্তুত গত কয়েক মরসুম ধরে কিদম্বি শ্রীকান্ত ও এইচ এস প্রণয়দের মতো অভিজ্ঞ এবং সাত্ত্বিক সাইরাজ, লক্ষ্য সেন, চিরাগদের মতো তারুণ্যের মিশ্রণে ব্যাডমিন্টনে দুরন্ত শক্তি হয়ে উঠেছিল ভারত। তাবলে এত তাড়াতাড়ি বিশ্বজয় করে ফেলতে পারে এই দুর্নিবার দল তা কল্পনাতেও আসে নি ব্যাডমিন্টন বিশেষজ্ঞদের। যা অকপটে স্বীকার করেও নিয়েছেন ব্যাডমিন্টনে ভারতকে প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনা প্রকাশ পাড়ুকন। বলাইবাহুল্য, ১৯৮০ সালে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন তৎকালীন যুবা প্রকাশ। সেসময় প্রকাশ, সৈয়দ মোদীদের নেতৃত্বে যথেষ্ট দাপিয়ে খেলেওছিল ভারত। কিন্তু টমাস কাপের মতো বিশ্বজনীন টুর্নামেন্ট নাগালে আসে নি কিছুতেই। অল ইংল্যান্ড জেতার আগে প্রকাশের নেতৃত্বাধীন ভারত ১৯৭৯ সালে এই টমাস কাপের সেমিফাইনালে পৌঁছায়। দীর্ঘদিনের সেই অধরা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ এতদিনে দখলে আনতে সক্ষম হল ভারত। আপ্লুত প্রকাশ পাড়ুকন বলেছেন, ভারতীয় ব্যাডমিন্টন যে ঠিক পথে চলছে তা বোঝা যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। তাবলে এবারই যে টমাস কাপ জেতা সম্ভব হবে তা ভাবতেও পারেন নি প্রকাশ। তাঁর ধারনা ছিল এভাবে চললে আরও ১০-১২ বছর পরে ব্যাডমিন্টনের শীর্ষে পৌঁছাবে টিম ভারত। বিশ্বজয়ের জন্য কিদম্বি শ্রীকান্ত, লক্ষ্য সেন, প্রণয়, সাইরাজ, চিরাগদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা চলছে দেশজুড়ে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে তামাম ভারতবাসী বিহ্বল। অনেকে তো এই জয়কে ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জয়ের সঙ্গে এক সরণিতে ফেলছেন।

কিছুদিন আগেও অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে বেজায় মাতামাতি হত। বলাবাহুল্য, অভিজ্ঞ মানুষেরাও যেন এক লহমায় ফিরে যেতেন প্রায় তিন যুগ আগে। তখন মোবাইল ফোন হল রূপকথার মতো ব্যাপার, আর টিভির সঙ্গে সবেমাত্র সড়গড় হচ্ছে তৎকালীন সমাজ। এর মাঝেই খেলার দুনিয়া থেকে বেশ কিছু খবর দেশের নাম আন্তর্জাতিক গণ্ডি পার করে দিয়েছিল। কপিল

দেবের নেতৃত্বে ভারতের প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার (তাও প্রবল শক্তিধর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে) পাশাপাশি সেসময় পুরো দেশ আলোড়িত হয়েছিল প্রকাশ পাড়ুকোনের অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের খবরে।

বস্তুত, অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে প্রকাশের চ্যাম্পিয়ন হওয়া সর্বপ্রথম মাইলেজ দেয় ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে। এরপর সৈয়দ মোদির নামটা ভেসে ওঠে ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায়। যদিও তাঁর অকাল মৃত্যু ছেদ টেনে দেয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বর্ণময় কেরিয়ারের। এরপর বহু বছর চিনাদের দাপট দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা। চিনাদের পাশাপাশি গত কয়েকবছরে ইন্দোনেশিয়া ব্যাডমিন্টনে মহাশক্তিধর দেশ হয়ে উঠেছিল। এতদিনে সেই আধিপত্য ভাঙতে সক্ষম হল ভারত। সে অর্থে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায় বিপ্লব নিয়ে এসেছে বর্তমান প্রজন্ম। যার অনেকটাই কৃতিত্ব কোচ গোপীচন্দের।

কোচ গোপীচন্দের সঙ্গে খানিকটা তুলনা টানা যেতে পারে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন কোচ তথা কলকাতা ময়দানের পরিচিত নাম সৈয়দ নইমুদ্দিনের। নৈয়ম যেমন শৃঙ্খলাকে মারাত্মক গুরুত্ব দিতেন গোপীও প্র্যাকটিসে দারুণ কঠোর। বস্তুত নিজের খেলোয়াড়ি জীবন থেকেই সংযম ও অনুশাসন মেনে আসছেন গোপীচন্দ। এখন নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলাটাই গড়ে তুলছেন। চারটের সময়ে কাকভোরে তিনি পৌঁছে যান অ্যাকাডেমিতে। টাইমিংয়ে একটু এদিক ওদিক হলে গোপীর গুসসার মুখে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। সে তিনি যত বড় তারকাই হন না কেন।

পিভি সিন্ধুকে কম বকুনি খেতে হয়নি গোপীচন্দের কাছে। সেজন্যই তো সিন্ধু আজ এতটা একরোখা ও অদম্য মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। গোপী লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা দারুণ স্কিলফুল। কিন্তু তাঁদের শক্তি, গতি, স্ট্যামিনা অনেকটাই কম। এই জায়গাতে জোর দিয়ে তিনি কুড়িয়ে এনেছেন পরের পর সাফল্য। যদিও এই সাফল্যকে বড় করে দেখছেন না কোচ ও তাঁর অ্যাকাডেমি। আগামী দিনে আরও অনেক তারকার অন্বেষণ যে এখান থেকে হবে তা এখনই বলে দেওয়া যায়। ব্যাডমিন্টনের ব্যাডমিন্টনের প্রকাশ পাড়ুকোনের মতোই মিথ হলেন হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ। বস্তুত , তাঁর খেলোয়াড়ি জীবন ছিল ভারতের সুবর্ণ সময়। ব্যাডমিন্টন , হকির পর টেনিস নিয়ে খানিক আলোচনা হলে সোজা চলে যেতে হয় আনন্দ অমৃতরাজ, প্রকাশ অমৃতরাজ এবং বিজয় অমৃতরাজদের জমানায়। অমৃতরাজ ভাইদের সঙ্গে সমানতালে তখন পাল্লা দিয়ে গিয়েছেন টেনিস কিংবদন্তী রমানাথ কৃষ্ণনের সুযোগ্য পুত্র রমেশ কৃষ্ণন। পরে এসেছে লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতিদের যুগ। ফুটবলে চুনী,পিকে, বলরাম, সদ্য প্রয়াত সুভাষ ভৌমিকদের সঙ্গে অতিঅবশ্যই আলোচিত হয় সুরজিত সেনগুপ্তর নাম। যিনি নিজেই এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে ব্যস্ত। কৃশানু, বাইচুং,বিজয়ন, সুনীলদের নামও নিতে হবে প্রজন্ম বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

ফুটবল, কবাডি, ব্যাডমিন্টন, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল ও আরও নানা ইন্ডোর ও আউটডোর গেমসের প্রতি নজর দিলে ভারত অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমসের মতো বড় প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারে বলেই মনে করেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা ক্রিকেট নিয়ে হইচই হোক, মাতামাতি করুন ঠিক আছে। কিন্তু অন্য খেলাগুলিকেও যেন সমান গুরুত্ব দেয় সরকার। এই প্রসঙ্গে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন, ক্রিকেট হল মাত্র ৮-১০ টি দেশের খেলা। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ বা এর পরিসর কিছুতেই বাড়ে নি। অথচ তাও দেশের তামাম ক্রীড়া ভক্তদের মধ্যে ক্রিকেটের প্রতি যে উন্মাদনা রয়েছে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় নি অন্য খেলাকে ঘিরে।

হালফিলে অবশ্য ব্যাডমিন্টন, কবাডি কিংবা ফুটবলে আইএসএল এর মতো যে ধরনের টুর্নামেন্ট হচ্ছে তার আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। বহু মানুষ এইসব খেলার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছেন। এভাবে পিছিয়ে পড়া খেলাকে প্রোমোট করার ফল হাতে হাতে পাচ্ছেও ভারত। ফুটবলেই র‍্যাঙ্কিংয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়েছে সুনীল ছেত্রীদের ভারত। কিছুদিন আগেও দুশোর কাছে যারা ঘোরাফেরা করছিল সেই ভারত এখন প্রথম একশো দেশের মধ্যে চলে এসেছে। যেটা নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এছাড়া কবাডির ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের যে লিগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতেও দেখা যাচ্ছে দেশের প্রথম শ্রেণির ফিল্মস্টারদের অংশগ্রহণ জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছে। এভাবেই ধাপে ধাপে কিছু খেলার প্রসার ঘটলেও এখনও কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গিয়েছে সেই ক্রিকেট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে পরিমাণ ধনী ছিল তার থেকে অনেক গুণ রোজগার বাড়ছে তার। অথচ অন্য খেলার বোর্ড বা সংস্থাগুলি এখনও রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই। এ ব্যাপারে দেশের সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক তেমনই অন্যান্য ক্রীড়ামোদী বা সংস্থাকেও সমান উদ্যোগী হতে হবে। তবে গিয়েই দেখা যাবে ভারত সত্যিই এগোচ্ছে । নচেৎ ক্রিকেটের মতো ছোট পরিসরের খেলায় ছড়ি ঘুরিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ভারতীয়দের। অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক মানের খেলায় সফল হতে হবে ভারতকে।

মেডেলের পাহাড় অভাব মেটায়নি চাকরি চাইছেন বুল্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দারিদ্র্যকে পিছনে ফেলে সাফল্য ছিনিয়ে আনতে ছুটে চলেছেন বুল্টি রায়। তারকেশ্বরের জয়কৃষ্ণ বাজারের বটতলা এলাকার পরিশ্রমী অ্যাথলেট তিরিশ বছরের বুল্টি। একসময় জাঙ্গিপাড়া ব্লকের রায়পুর গ্রামের তরুণী। ২০০১ সাল থেকে প্রাথমিক বা উচ্চ বালিকল বিদ্যালয়ে পড়াকালীন ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে ও উচ্চ লম্ফনে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থানের শিরোপায় ভূষিত হয়। সেই সময় সুদূর জাঙ্গিপাড়ার অজ গাঁয়ে থেকে তারকেশ্বর কোচিং সেন্টারের কোচ শিবপ্রসাদ ধাড়ার তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। তার চালচুলোহীন ভাঙা টালির ঘরে শংসাপত্র ও মেডেলের ছড়াছড়ি। সেগুলোর অযত্নে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। ট্রফিগুলো ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেই সময় থেকে এমন কী স্কুল গেমসের পর রাজ্য ও আন্তর্জাতিক স্তরে বুল্টি অংশ নেয়। অযাচিত সাফল্য তাকে পেয়ে বসে। জাঙ্গিপাড়া থেকে প্রতিদিন তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় স্কুল মাঠে কোচ শিবপ্রসাদ ধাড়ার কাছে অনুশীলনে যেতেন বুল্টি।

অনুশীলনে আসা যাওয়ার পথে আলাপ হয় পেশায় ট্রেনের হকার সন্তোষ রায়ের সঙ্গে। অভাবের তাড়নায় ভাটা পড়তে থাকে অনুশীলনে।

২০১০ সালে সন্তোষ রায়কে বিয়ে করেন বুল্টি। বর্তমানে তারকেশ্বর ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বটতলার কাছে এক চিলতে টালির ঘরে ভাড়া থাকে। বর্ষায় বৃষ্টি পড়ে ঘর ভেসে যায়। এই ঘরেই দুই সন্তান ও স্বামী সন্তোষকে নিয়ে থাকেন। বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটাতে ও নিজের খরচ চালাতে বিভিন্ন সংগঠনের আয়োজনে ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেয় কেবলমাত্র সামান্য নগদ অর্থ ও পুরস্কার পাওয়ার আশায়। এত কিছু সাফল্যের পরও তারকেশ্বর পুরসভার কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কাউন্সিলর তাকে ন্যূনতম সম্মান জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। সদস্য ২৭ এপ্রিল চেন্নাইয়ে ৪২তম মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৪০০ মিটার হার্ডলসে প্রথম হয়ে সোনার পদক অর্জন করেন। দ্বিতীয়ত সল্ট লেকে সাই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে (৫-৮ মে) রাজ্য স্পোর্টসে ৪০০ মিটার হার্ডলসে প্রথম, ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম এবং ৪x ৪০০ রিলে রেসে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে জয় জয়কার করে ক্রীড়া জগতে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বুল্টি ভাবে সে দো দেশের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রাণপাত করেছে বিনিময়ে সে একটা চাকরি তো আশা করতেই পারে। দেশের সরকার বাহাদুর তো খেলোয়াড়দের নিরিখে চাকরি দেয়। তবে তার বেলায় হবে না কেন।

যোগার প্রহর গোনা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। ভারতবর্ষের তত্ত্বাবধানে এই যোগ দিবসের সূচনা হয় সারা বিশ্ব জুড়ে। শরীর মন ভালো রাখতে প্রত্যেকদিন যোগা খুবই প্রয়োজন। তাই বিভিন্ন জায়গায় পাড়ায় পাড়ায় সংগঠনের মাধ্যমে যোগ প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শুধু একটি দিনেই যোগ করা নয় যেন প্রত্যেক দিনই মানুষ যোগের মাধ্যমে শরীর মনকে বলবান করতে পারে। এবছর ২১ জুনের আগে ১৪ মে সারা ভারত ব্যাপী শুরু হলো যোগ দিবসের প্রহর গোনা। ঠিক ১০০ দিন আগে থেকে যোগ প্রশিক্ষণে জোর দিল বিভিন্ন সংগঠন। ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুব দফতরের অধীনস্থ নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার পক্ষ থেকে কাউন্টডাউনের মাধ্যমে যোগা প্রশিক্ষণ শুরু হল দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়।

এলাকায়। কালীঘাট মিলন সংঘ, হিন্দ সংঘ এবং আরও ক্লাবে এই অনুষ্ঠান হয়। কালীঘাট মিলন সংঘে যোগ প্রশিক্ষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন উজ্জ্বল বাবু। এছাড়াও যোগের কার্যকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন অলোক সাহা সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন নেহরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী। বিভিন্ন জায়গায় নেহরু যুব কেন্দ্রের যুব নেতারা যোগ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন যোগা প্রশিক্ষকরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও ডাক্তার থেকে শুরু করে সরকারি আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই একশ দিন ধরে চলবে যোগার প্রশিক্ষণ। এশিয়ান যোগা ইনস্টিটিউট, যোগা আরোগ্য, প্রণবানন্দ মার্শাল আর্ট এবং যোগা অ্যাসোসিয়েশন সহ প্রভৃতি সংস্থা সাদরে গ্রহণ করে যোগা প্রশিক্ষণ শুরু করে দিয়েছে।

দেহ সৌষ্ঠব চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী রিঙ্কু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়া বডি লাইন ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার ১৫ মে পিট ইউথ ক্লাসিক ন্যাচারাল বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২.০ জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। সারাদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ১৪টি গ্রুপে ১০ জন মহিলা সহ ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অতনু পাল ও অজয় সরকার। এই ন্যাচারাল বডি বিল্ডিংয়ে ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়ন হন অসমের রিঙ্কু দাস। তাকে ট্রফি সহ নগদ তিরিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। অন্যদিকে মেয়েদের বিকিনি মডেল ক্যাটাগরিতে সৌমি শর্মা চ্যাম্পিয়ন হয়ে নগদ আট হাজার টাকা পান। এছাড়া প্রতিবন্ধী বিভাগে প্রীতম রায় ও কালু হরি পুরস্কার ও শংসাপত্র পান। এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্ত, টলি সিরিয়াল অভিনেতা সপ্তর্ষী মৌলিক ও দিব্যজ্যোতি মিত্র এবং ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন অয়ন কুণ্ডু।

বারুইপুর নেহেরু যুবকেন্দ্রের উদ্যোগে

দিকে দিকে যোগা মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ মে বজবজ পুরসভার ব্যাঞ্জনহেড়িয়া সবুজ সংঘের মাঠে বারুইপুর নেহেরু যুবকেন্দ্রের উদ্যোগে হয়ে গেল যোগা মহোৎসব। ব্যবস্থাপনায় ছিল বজবজ জিম অ্যান্ড ক্যারাটে ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশন। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা হাবিবা সাঁফুই, ক্যারাটে প্রশিক্ষক রাজকুমার দাস, যোগার এনআইএফ কোচ পলাশ খাঁড়া, ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার আধিকারিক সংহতি বক্সী কাজী প্রমুখ।

ডঃ রজত শুভ্র নস্কর তাঁর বক্তব্যে বলেন, যোগা মহোৎসবের একই সঙ্গে গত ২০ মে আমতলা সিংহীর মোড়ে গুরুকুল যোগ মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে ব্লক লেবেলের যোগা মহোৎসব হয়ে গেল। প্রায় ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ যোগা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। যোগ প্রশিক্ষক

এই যোগা মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন। যোগা প্রশিক্ষক তপতী দাস যোগা ও প্রাণায়াম করান। সবুজ মাঠে সারিবদ্ধভাবে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকরা নিষ্ঠার সঙ্গে যোগা ও প্রাণায়াম করেন। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্করও সকলের সঙ্গে যোগা ও প্রাণায়াম করেন। এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ মাধ্যমে আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের ১০০ দিনের অপেক্ষার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। যোগ মানে যোগাযোগ। যোগ মানে নিরোগ ও সুস্থ থাকার সুঅভ্যাস। পুরমাতা হাবিবা সাঁফুই বলেন, যোগার অনুষ্ঠান খুব ভালো লাগলো। পুরো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। রাজকুমার দাস সকলকে ধন্যবাদ জানান।

স্বরূপ দাস যোগা ও প্রাণায়াম করান। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর স্বয়ং যোগা করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ তরুণ কুমার রায়। প্রসঙ্গত, আগামী ২১ জুন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং বাওয়ালী কালীনগর সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় জেলার আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদ্‌যাপিত হবে।

প্রতিভাবান খেলোয়ারদের অন্বেষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলাজুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান খেলোয়ারদের খোঁজে কার্যত আদাজল খেয়ে মাঠে-ময়দানে নেমে পড়েছে পূর্ব বর্ধমান স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন। ফুটবল থেকে শুরু করে ওয়েট লিফটিং, ব্যাডমিন্টন, দাবা, খো খো প্রভৃতি আউটডোর এবং ইন্ডোর খেলাকে এই জেলার প্রতিটি কোণায় কোণায় নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন। এজন্য সংস্থার পক্ষ থেকে প্রায়শই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক শিবির গড়ে বিভিন্ন খেলার প্রশিক্ষণ প্রদান সহ প্রতিভাবান খেলোয়ারদের বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলে। এরকমই উদ্দেশ্যে গত মঙ্গলবার জেলার কাটোয়া শহরের কাশীরাম দাস ইনস্টিটিউশন ময়দানে মহিলাদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল।

কাটোয়া পুরসভার উদ্যোগে এবং পূর্ব বর্ধমান স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায়

আয়োজিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিল কাটোয়া মহিলা একাদশ এবং আকাইহাট মহিলা একাদশ। সেদিনের টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচে আকাইহাট মহিলা একাদশ ২-১ গোলে বিজয়ী হয়। এদিন খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ময়দানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া মহকুমাশাসক জামিল ফতেমা জেবা, কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর কুমার সাহা এবং ভাইস চেয়ারম্যান লখিন্দর মণ্ডল, পুরসভার কাউন্সিলর সুফল রাজোয়ার এবং বিজন কুমার সাহা প্রমুখ। সহযোগী সংস্থার সম্পাদক সমর দাস বলেন, আমরা পূর্ব বর্ধমান জেলার নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিভাবান খেলোয়ারদের খুঁজে খুঁজে তুলে এনে সাধ্যমতো তাদের সাফল্যের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। আমরা আশাবাদী, এর ফলে নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার ক্রীড়াক্ষেত্র সমৃদ্ধ হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com